কাব্যগ্রন্থ

তৃতীয় খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

Printed and published by Apurvakrishna Bose,

at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৫

সূচী

সোনার তরী

চিত্রা

সোনার তরী

সোনার তরী

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

সোনার তরী

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে !
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে' যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু'ধারে,
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে !
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তা'রে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে ?—আর নাই, দিয়েছি ভরে'।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে' ছিনু ভুলে'
সকলি দিলাম তুলে'
থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে'।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'।
শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

ফাল্গুন, ১২৯৮।

বিম্ববতী

(রূপকথা)

সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তা'র পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তা'রে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তা'র পরদিন রাণী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।

সুবর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—কহ সত্য করে'
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী !
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রাণী, অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তা'রে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে' সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে !

তা'র পরদিনে,—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দূরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—কহ সত্য করি'
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী !
উজ্জ্বল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রাণী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তা'রে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে !

তা'র পরদিনে,—আবার সাজিল সুখে
নব অলঙ্কারে ; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি' নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে'
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী !
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি'
মোহন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে !

তা'র পরদিনে রাণী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে'।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।

চীৎকারি' কহিল রাণী কর হানি' বুকে,
মরিতে দেখেছি তা'রে আপন সম্মুখে,—
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে !

ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব নাহি হ'ল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি' ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি' গেল প্রাণ ;—
সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে ; ভূমে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

ফাল্গুন, ১২৯৮।

শৈশব সন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি; আপনারে মগ্ন করি'
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি'
জীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি' কোন্‌খান্‌ হ'তে
বন-অন্ধকারঘন কোন্‌ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালকপথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম স্বরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু'খান।

দেখিতে না পাই তা'রে ; ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব্ব প্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের ক্ষেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোথা আঁখি ধায়
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে' যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের ; কত গল্প, কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন ;
সে কি আজিকার কথা, হ'ল কত দিন !
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে' যায়নি সংসার ?
ভোলে নাই খেলাধূলা, নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায়নি কঠিন জ্ঞান ? দাঁড়ায়ে হেথায়
নির্জ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,

কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মা'র মুখ, দীপের আলোক।

ফাল্গুন, ১২৯৮।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

(রূপকথা)

১

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু'জনে দেখা হ'ত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দূরে সরে' যেত,
চুলের ফুল তা'র পড়ে' যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখীরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে

উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কি ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে',
পুঁথিটি হাত হ'তে পড়ে খুলে',
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে',
আবার পড়ে' যায় খসে'।
উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে।

৩

সায়াহ্নে

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।

খুলিয়া গলা হ'তে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে',
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে'
আপন মণিহার মনোভুলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
নদীর তীরে একশেষে।
সাঙ্গ হয়ে' গেল দোঁহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে।—

৪

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা-হাসি।
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,

অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক্,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি।

চৈত্র, ১২৯৯

নিদ্রিতা

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি ত কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে ক'য়েছে ছুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মত কাটে
কাহারো হাসি আঁখিজলেরি মত।
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহেনি কোনো কথা,
কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে' ফিরেছি দেশে দেশে ;
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হ'তে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।

শীর্ণ হয়ে' এসেছে শুকতারা,
পূর্ব্ব তটে হ'তেছে নিশি ভোর।
আকাশকোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙেনি ঘুম-ঘোর।
সমুখে পড়ে' দীর্ঘ রাজপথ,
দু'ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি' সুদূরপানে চেয়ে
আপনমনে ভাবিনু একবার,—
আমারি মত আজি এ নিশি-শেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে,
দুগ্ধফেনশয়ন করি' আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি' তখনি বাহিরিনু
কত যে দেশ-বিদেশ হ'নু পার।
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইক জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।

নিদ্রিতা

ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
  নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে
প্রাসাদ মাঝে পশিনু সাবধানে
  শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণী-মাতা,
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা ;
একটি ঘরে রত্ন-দীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুল-বিমল শেজখানি,
  নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
  বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা!
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
  শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে
একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি'
  একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি' পাশে,
  কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি',
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
  অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।

দেখিনু তা'রে উপমা নাহি জানি ;
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি ;
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা-লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন।
ভূতলে বসি আনত করি' শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
তাহারি পানে চাহিনু এক মনে,
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কি আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।
ভূর্জ্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নাম ধাম।
লিখিনু "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।"
যতন করি কনকসূতে গাঁথি
রতন হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা !

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখী
কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া
হস্তীশালে হাতী।
মল্লশালে মল্ল জাগি'
ফুলায় পুন ছাতি।
জাগিল পথে প্রহরীদল,
দুয়ারে জাগে দ্বারী,
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা
জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি' রাজাধিরাজ,
জাগিল রাণীমাতা।
কচালি' আঁখি কুমার সাথে
জাগিল রাজভ্রাতা।

নিভৃত ঘরে ধূপের বাস,
রতন দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি' শয্যাতলে
শুধাল রাজবালা
—কে পরালে মালা।

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি' দিল।
আপন-পানে নেহারি' চেয়ে
সরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত-চোখে
চাহিল চারিদিকে ;
বিজন গৃহ, রতন দীপ
জ্বলিছে অনিমিখে !
গলার মালা খুলিয়া লয়ে'
ধরিয়া দুটি করে
সোনার সূতে যতনে গাঁথা
লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
পড়িল লিপি তা'র,
কোলের পরে বিছায়ে দিয়ে
পড়িল শতবার।

সুপ্তোত্থিতা

শয়নশেষে রহিল বসে'
ভাবিল রাজবালা—
—আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু
নিতান্ত নিরালা
কে পরালে মালা !—

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক্ ।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীনফুল-মঞ্জরীর
গন্ধ লয়ে' আসে ।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে
বাঁশিতে উঠে তান ।
শীতল ছায়া নদীর পথে
কলসে লয়ে' বারি—
কাঁকণ বাজে নূপুর বাজে—
চলিছে পুরনারী ।

কাননপথে মর্ম্মরিয়া
  কাঁপিছে গাছপালা
আধেক মুদি' নয়ন ঢুটি
  ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা !

বারেক মালা গলায় পরে
  বারেক লহে খুলি,'
ঢুইটি করে চাপিয়া ধরে
  বুকের কাছে তুলি'।
শয়ন পরে মেলায়ে দিয়ে
  তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে' পাইবে যেন
  অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত না ধ্বনি
  উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা,
  সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে
  বহিয়া যায় হূহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম
  ডাকিছে কুহু কুহু।

সুপ্তোত্থিতা

নিভৃত ঘরে পরাণ মন
একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে বসে'
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা !

কেমন বীর-মূরতি তা'র
মাধুরী দিয়ে মিশা।
দীপ্তিভরা নয়ন মাঝে
তৃপ্তিহীন তৃষা।
স্বপ্নে তা'রে দেখেছে যেন
এমনি মনে লয়,—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু
অসীম বিস্ময়।
পারশে যেন বসিয়াছিল,
ধরিয়াছিল কর,
এখনো তা'র পরশে যেন
সরস কলেবর।
চমকি' মুখ দু'হাতে ঢাকে,
সরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিভেনি সেইক্ষণ।

কণ্ঠ হ'তে ফেলিল হার
যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন পরে লুটায়ে পড়ে'
ভাবিল রাজবালা—
কে পরালে মালা।

এমনি ধীরে একটি করে'
কাটিছে দিনরাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যূথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝরঝর।
কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্ব-কেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমা-মালিকা।
সকল বন আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে'
দীর্ঘ দুখ-নিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দ ফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।

সুপ্তোত্থিতা

ফাগুন মাস আবার এল
বহিয়া ফুলডালা।
জানালা পাশে একেলা বসে'
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

তোমরা এবং আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
  কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
  মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনাআপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে
  বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা,
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি
  নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা!

তোমরা এবং আমরা

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
  ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
  নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
  কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে' আপনার মন
  পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও।
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও।
বসন আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে'
হেসে চলে' যাও আশার অতীত হয়ে'।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
  আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ চেয়ে
  টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।

তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে',
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে' ?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি।
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি ?
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে !

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে' আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মি, এই করুণ-ক্রন্দন
এই দুঃখ-দৈন্যে-ভরা মানবের গেহে ;
তাই দুটি বাহু পরে সুন্দর-বন্ধন
সোনার কঙ্কণ দুটি বহিতেছ দেহে
শুভ চিহ্ন, নিখিলের নয়ন-নন্দন।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন ;
যুদ্ধদ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্ব্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ প্রেম করুণার মাঝে,—
শুধু শুভকর্ম্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকণ দু'খানি।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

বর্ষা যাপন

রাজধানী কলিকাতা ; তেতলার ছাতে
কাঠের কুঠরি এক ধারে
আলো আসে পূর্ব্ব দিকে প্রথম প্রভাতে
বায়ু আসে দক্ষিণের দ্বারে।
মেঝেতে বিছানা পাতা, দুয়ারে রাখিয়া মাথা,
বাহিরে আঁখিরে দিই ছুটি,
সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য কত
আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি।
নিকটে জানালা গায় এক কোণে আলিশায়
একটুকু সবুজের খেলা,
শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ
সারাদিন দেখিছে একেলা।
দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে
বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো,
সমস্ত আকাশযোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া
চিক্‌মিকে বিদ্যুতের আলো।
চারিদিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টিজল
এই ছোট প্রান্ত ঘরটিরে
দেয় নির্ব্বাসিত করি'— দশদিক অপহরি—
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে।

বর্ষা যাপন

বসে' বসে' সঙ্গীহীন ভালো লাগে কিছুদিন
পড়িবারে মেঘদূত-কথা ;—
—বাহিরে দিবস রাতি বায়ু করে মাতামাতি
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা ;—
বহু পূর্ব্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগ নদী নগরী বাহিয়া
কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম
দেখে' যাই চাহিয়া চাহিয়া ;
ভালো করে' দোঁহে চিনি, বিরহী ও বিরহিণী
জগতের দু'পারে দু'জন,
প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান,
মনে মনে কল্পনা সৃজন ;
যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে
দেখে শুনে ফিরে আসি চলি'।
বর্ষা আসে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।
সুর করে' বারবার পড়ি বর্ষা অভিসার ;—
অন্ধকার যমুনার তীর,—
নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা,
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ-কুটীর ;
অনুক্ষণ দর দর বারি ঝরে ঝর ঝর
তাহে অতি দূরতর বন,—

ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার, সঙ্গে কেহ নাহি আর
শুধু এক কিশোর মদন।
আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি "ভরা বাদরের" সুর।
খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি "মেঘে অম্বর মেদুর।"
স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি পড়ে—
শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়।
"রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন"
সেই গান মনে পড়ে' যায়।
"পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে"
মন সুখে নিদ্রায় মগন,—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জ্জন স্বপন।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস, অধরে লাগিছে হাস
কেঁপে উঠে মুদিত পলক,—
বাহুতে মাথাটি থুয়ে, একাকিনী আছে শুয়ে,
গৃহকোণে ম্লান দীপালোক।
গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরুশাখে
দাদুরী ডাকিছে সারারাতি,—
হেন কালে কি না ঘটে! এ সময়ে আসে বটে
একা ঘরে স্বপনের সাথী।

বর্ষা যাপন

মরি মরি স্বপ্নশেষে পুলকিত রসাবেশে
যখন সে জাগিল একাকী,
দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিবু-নিবু করে
প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি ;—
বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ,
ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি স্বপ্নে জাগরণে মিশি'
না জানি কেমন করে হিয়া !—

লয়ে' পুঁথি দু'চারিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি
এই মত কাটে দিনরাত।
তা'র পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই
উলটি পালটি দেখি পাত ;—
কোথারে বর্ষার ছায়া, অন্ধকার মেঘমায়া,
ঝর ঝর ধ্বনি অহরহ !
কোথায় সে কর্ম্মহীন একান্তে আপনে লীন
জীবনের নিগূঢ় বিরহ !
বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পূরে'
সঙ্গীতের মুষল ধারায়
পরাণের বহুদূর কূলে কূলে ভরপূর,—
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায় ?

তখন সে পুঁথি ফেলি, দুয়ারে আসন মেলি'
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নীচু বসে' বসে' রচি কিছু
বহু যত্নে সারাদিন ধরে',—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে'।
ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে' হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মত—

ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তা'র শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি' স্তূপাকার
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতি-বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ নিশার।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

হিং টিং ছট্

(স্বপ্নমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তা'র ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ।—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে ;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তা'র নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে' গেছে" বলে' মরে কেঁদে কেঁদে ;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি' নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে, "কি আপদ !" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দু'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ছট্‌ফট্‌,—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্‌।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

হিং টিং ছট্

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে' গেছে কথা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভূঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে' গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

চারিদিক হ'তে এল পণ্ডিতের দল
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হ'তে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে' উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি' টিকিসুদ্ধ মাথা।

বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান ;
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে' বসে' থাকে বিষম সঙ্কট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র রাজ—
ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ !
তাহাদের ডেকে আন যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।—
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ কপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্ত্তি।
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি' কয়—
"সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,

কথা যদি থাকে কিছু বল চট্‌পট্ !"
সভাসুদ্ধ বলি' উঠে "হিং টিং ছট্ !"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
"ডেকে এনে পরিহাস ?"   রেগেমেগে বলে।—
ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে—
"স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে ;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি !
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কি মিষ্ট আহা—'হিং টিং ছট্ !' "
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক্ ধিক্—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক।
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক-বিকার,
এ কথা কেমন করে' করিব স্বীকার।
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্ম্মপ্রাণ" জাতি,
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে !—দুপুরে ডাকাতি !
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
"গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক।
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক !"
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্ম্মরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্ব্বার উচ্চারিল—"হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান !

অতঃপর গৌড় হ'তে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।

নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে "কি লয়ে' বিচার!
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার;
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্ পালট্।"
সমস্বরে কহে সবে—"হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান!

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ।
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।

বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমাণ জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—পরিষ্কার—অতি পরিষ্কার!
দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে' গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল।
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হ'তে খুলি লয়ে' তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালীর শিরে,
ভারে তা'র মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে'।
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি চড়ি উঠে।

ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশযোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—"হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত্ত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তা'র কাছে
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তা'র পিছু।
এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

পরশ-পাথর

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি'
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎহেন
উড়ে' উড়ে' খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধূলা
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তা'রে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হ'তে আরো দীনহীন,
তা'র এত অভিমান, সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায় আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর!

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হ'ল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।

আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে ;—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর।

একদিন, বহুপূর্ব্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ ;
মিলি' যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপূর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে,
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে ;

বহুকাল স্তব্ধ থাকি' শুনেছিল মুদে' আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন ;
তা'র পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

এতদিনে বুঝি তা'র ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তা'র দেখা পায় না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তা'র ডেকে ডেকে জাগা'।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত।
যত করে হায় হায়, কোনোকালে নাহি পায়
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তা'র ব্রত।

কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে' চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

একদা শুধাল তা'রে গ্রামবাসী ছেলে
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি! কাঁকালে ওকি ও দেখি!
সোনার শিকল তুমি কোথা হ'তে পেলে?"
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
এ কি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর বসে' পড়ে ভূমিপর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,—
পাগলের মত চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন্ করে' ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে' দিত ছুঁড়ি'
কখন্ ফেলেছে ছুঁড়ে' পরশ-পাথর।

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে' হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবৎ
হেথা হ'তে কতদূর নাহি তা'র শেষ।
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

বৈষ্ণব-কবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—এ কি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা ?

এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে ;
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি' শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান,—দূর হ'তে তাই শুনে'
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে

অন্তর পুলকি' উঠে ; শুনি' সেই স্বর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা ;—মধুময় হয়ে' উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটীর-প্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে ;—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা ;
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,—
যদি তা'র মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,
তোমার কি তাঁর বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে

রেখেছিল মগ্ন করি ?   এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে ?   আজ তা'র নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে ?   তারি নারী-হৃদয়সঞ্চিত
তারা ভাষা হ'তে তা'রে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন ?

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ।   এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে।   মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি

লইতেছি আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার ; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তা'রা
লুটে-পুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে' যায়—তাই তা'রা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে
কলস ভরিয়া তা'রা লয়ে' যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে'।

১৮ই আষাঢ়, ১২৯৯।

দুই পাখী

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বনে বাহিরিব ?

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি' বসি'
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তা'র
দোঁহার ভাষা দুই মত।

বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই,
খাঁচার গান লহ শিখি।
বনের পাখী বলে—না,
আমি   শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি   কেমনে বন-গান গাই ?

বনের পাখী বলে—আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তা'র।
খাঁচার পাখী বলে, খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী বলে, নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।
বনের পাখী বলে—না,
সেথা   কোথায় উড়িবারে পাই ?
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মেঘে   কোথায় বসিবার ঠাঁই ?

দুই পাখী

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে, কাছে আয়।
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার।

১৯শে আষাঢ়, ১২৯৯।

আকাশের চাঁদ

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—
এই হ'ল তা'র বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে সে দু'হাত তুলি'।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস,
পাখীরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে,
বিকালে ঘরের মুখে।
বালক বালিকা ভাই বোনে মিলে
খেলিছে আঙিনা-কোণে,
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী
হাসিছে আপন মনে।
কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায়
চলেছে যে যার কাজে,
কত জনরব কত কলরব
উঠিছে আকাশ মাঝে।

পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়
“কে তুমি কাঁদিছ বসি ?”
সে কেবল বলে নয়নের জলে
—হাতে পাই নাই শশী।

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে
অযাচিত ফুলদল,
দখিণ সমীর বুলায় ললাটে
দক্ষিণ করতল।
প্রভাতের আলো আশিষ-পরশ
করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে
ঢাকিছে নীরব স্নেহে।
কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর
কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি,'
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে
লইতে বন্ধু করি'।
এই পথে গৃহে কত আনাগোনা,
কত ভালবাসাবাসি'
সংসারসুখ কাছে কাছে তা'র
কত আসে যায় ভাসি',

মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া,
কহে সে নয়নজলে,—
তোমাদের আমি চাহি না কারেও,
শশী চাই করতলে।

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল,
সেও বসে' এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কি ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে',
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট তরী পাল তুলে' যায়
মাঝি বসে' গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর,
বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন
আসিছে গ্রামের হাটে।

নিশ্বাস ফেলি' রহে আঁখি মেলি'
কহে ম্রিয়মাণ মন,
শশী নাহি চাই, যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন।

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়,
প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে
চির-কল্লোলময়।
স্নেহসুধা লয়ে' গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর
প্রতিদিবসের কাজে।
সকাল, বিকাল, দুটি ভাই আসে
ঘরের ছেলের মত,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।
ছোট ছোট ফুল, ছোট ছোট হাসি,
ছোট কথা, ছোট সুখ,
প্রতি নিমিষের ভালবাসাগুলি,
ছোট ছোট হাসিমুখ

আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া
মানবজীবন ঘিরি',
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই
দেখিতেছে ফিরি ফিরি।

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম
অতীত জীবন-রেখা,
অস্তরবির সোনার কিরণে
নূতন বরণে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তা'রা
স্মৃতিসাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পূরবী রাগিণী বাজে,
দু'বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ওই জীবনের মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল
তবু পিছে চেয়ে রহে ;—
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়
তার বেশি কিছু নহে।

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশিহীন দেশে ?

২২শে আষাঢ়, ১২৯৯।

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্বর
সাতটি যেন পোষা পাখী।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন্ কোথা যায় না পাই দিশা
বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক্ মানে
সঘনে বলে বাহা বাহা!

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়
কাঠের মত বসি' আছে
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান
ভালো না লাগে তা'র কাছে।

বালকবেলা হ'তে তাহারি গীতে
দিল সে এতকাল যাপি',
বাদল দিনে কত মেঘের গান,
হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে,
গেয়েছে বিজয়ার গান,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে
ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে
সভার গৃহ গেছে পূরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা
ভূপালী মূলতানী সুরে।
ঘরেতে বারবার এসেছে কত
বিবাহ-উৎসব-রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস
জ্বলেছে শত শত বাতি।
বসেছে নব বর সলাজ মুখে
পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে
সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তা'র বরজলাল
ধরেছে সাহানার সুর ;—

সে সব দিন আর সে সব গান
হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই
মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে
নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু
কাশীর বৃথা মাথানাড়া,
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়
হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে
বিরাম মাগে কাশীনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায়
হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তা'র রাখিয়া মুখ,
কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখী ল'য়ে বিবিধ ছলে
শিকারী বিড়ালের খেলা।

সেকালে গান ছিল একালে হায়
　　গানের বড় অবহেলা।”

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ
　　শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি’ সবে, সভার মাঝে
　　আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
　　তুলিয়া নিল তানপূর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি’
　　ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
　　বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে
　　উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায়
　　দিতেছে শত উৎসাহ—
“আহাহা, বাহা বাহা!”—কহিছে কানে
　　“গলা ছাড়িয়া গান গাহ।”

সভার লোকে সবে অন্যমনা,
　　কেহ বা কানাকানি করে।

কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চলে' যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় ল'য়ে তামাকু পান"
ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে
"গরম আজি অতিশয়।"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ ;
নীরব ছিল সভা, ক্রমশঃ সেথা
শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
তুফান মাঝে ক্ষীণ তরী ;
কেবল দেখা যায় তানপূরায়
আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর
উছসি উঠে নিজ সুখে,
হেলার কলরব শিলার মত
চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ,
দু'দিকে ধায় দুইজনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান
বরজ গায় প্রাণপণে।

গানভঙ্গ

গানের এক পদ মনের ভ্রমে
হারায়ে গেল কি করিয়া।
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে
লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে' যায়, পড়ে না মনে,
সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার স্থরু হ'তে ধরিল গান
আবার ভুলি দিল ছাড়ি'।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত,
স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন
বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
রাখিল স্থরটুকু ধরি',
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি
গাহিতে গিয়ে হা-হা করি'।
কোথায় দূরে গেল স্থরের খেলা,
কোথায় তাল গেল ভাসি,'
গানের সূতা ছিঁড়ি' পড়িল খসি'
অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপূরার পরে
রাখিল লজ্জিত মাথা,

ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে
　　বাল্য ক্রন্দন-গাথা।
নয়ন ছলছল প্রতাপ রায়
　　কর বুলায় তা'র দেহে।
"আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই,"
　　কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক দীপজ্বালা' নয়ন-ভরা
　　ছাড়ি সে উৎসব-ঘর
বাহিরে গেল তুটি প্রাচীন সখা
　　ধরিয়া তুঁহুঁ দোঁহা কর।
বরজ করজোড়ে কহিল, প্রভু,
　　মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক
　　ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা
　　কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা,
　　মিনতি তব পদে স্বামি।
একাকী গায়কের নহে ত গান,
　　মিলিতে হবে তুইজনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
　　আরেক জন গাবে মনে।

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।

২৪শে আষাঢ়, ১৩০০।

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি ; বেলা দ্বিপ্রহর ;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে ; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ঘুমায়ে পড়েছে ; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম ;—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।
গিয়েছে আশ্বিন,—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হ'য়ে
বাঁধিছে জিনিষপত্র দড়াদড়ি ল'য়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তা'র নাহি কাঁদিবার

একদণ্ড তরে ; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হ'য়ে ফিরে ; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কি কাণ্ড!
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কি করিব ল'য়ে। কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে!"

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। "কি জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে!—
সোনা-মুগ সরুচাল সুপারি ও পান ;
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারি খান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল ;
দুই ভাণ্ড ভাল রাই-শরিষার তেল ;
আমসত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে'।"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাকব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের ন্যায়।

তাকানু ঘড়ির পানে, তা'র পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে ; কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের ; এতক্ষণ
অন্য দিনে হ'য়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তা'র মাতা
দেখে নাই তা'রে ; এত বেলা হ'য়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে,'
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্ণিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে'
চুপিচাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি," সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়।"
যেখানে আছিল বসে' রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার

প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়।"
তবুও সময় হ'ল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হ'ল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হ'তে কি শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্দ্ধাভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে' দুটি ছোট হাতে,
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি' গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু ল'য়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।
ব্যথিত হৃদয় হ'তে বহু ভয়ে লাজে
মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে,—শুধু বলে' রাখা "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি।" হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব!" শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভরে'
দুয়ারে রহিল বসে' ছবির মতন,
আমি দেখে চলে' এনু মুছিয়া নয়ন।

সোনার তরী

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে।—দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব।" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তা'রেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী

কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তা'রে,
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব না রে।"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পূরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে' যায়!
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হ'তে।
প্রলয়-সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে' তীব্রবেগে চলে' যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিব না দিব না যেতে"—নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া।

চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন

বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে'
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু ত রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মত
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি
"যেতে নাহি দিব" ; ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে ?
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর ?"
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
"যেতে নাহি দিব।"—তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে' যায়
একটি নিশ্বাসে তা'র আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব নতশির।—তবু প্রেম বলে

"সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি'। মরণ-পীড়িত সেই
চিরঞ্জীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে' আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে

শুষ্ক পত্র ল'য়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে'
ছায়া দীর্ঘতর করি' অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত !

১৪ই কার্ত্তিক, ১২৯৯।

সমুদ্রের প্রতি

(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া)

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে'
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তা'র
সুকোমল সুকৌশলে। এ কি সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা

ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে,
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথারে
কোথা তা'র তল, কোথা কূল! বল কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তা'র সুগভীর মৌন, তা'র সমুচ্ছল কলকথা,
তা'র হাস্য, তা'র অশ্রুরাশি!—কখনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে' এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি'
নির্দ্দয় আবেগে; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি',
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি',
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মত তা'রে বাঁধি'
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তা'রে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রায়
পড়ে' থাক তটতলে স্তব্ধ হ'য়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল;—ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে; সন্ধ্যাসখী ভালবেসে

স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপেচুপে
চলে' যায় তিমির-মন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি'-ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে' ফুলে'।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে' আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তা'র—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবীপরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্‌ হ'তে দিগন্তরে যুগ হ'তে যুগান্তর গণি'
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা ; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল

না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে ঊষা এসে
অনুমান করি' যেত মহা-সন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তা'রে, মনে তা'র দিয়েছে সঞ্চারি'
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রতক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তা'রে পরিহাসে, মর্ম্ম তা'রে সত্য বলি' জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,

সমুদ্রের প্রতি

জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে'।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে ; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মত।

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা ? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানি কি যে চায়, নাহি জানি কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত ; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তা'র তালে তালে বারম্বার হানি'
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তা'রে স্নেহময় চুমা,
বল তা'রে, "শান্তি! শান্তি!" বল তা'রে, "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা!"

১৭ই চৈত্র, ১২৯৯।

প্রতীক্ষা

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস্ বাসা।
যেখানে নির্জ্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা
গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ,
মর্ম্মের বেদনা,
চির দিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা
বাসনা সাধনা ;
যেখানে নন্দন ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি,
আনন্দ-কিরণ ;
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা,—
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস্ বাসা।

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা
জীবনচঞ্চল।
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্ত গতি
যত পান্থদল ;

প্রতীক্ষা

রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাখীগুলি উড়ে যায়
প্রাণপূর্ণ বেগে,
সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব
পুষ্প উঠে জেগে ;
চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায় ;
দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায় ;
তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে' আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি',—
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া
বক্ষ উঠে দুলি'।

যে সুদূর সমুদ্রের পরপাররাজ্য হ'তে
আসিয়াছি হেথা,
এনেছ কি সেথাকার নূতন সংবাদ কিছু
গোপন বারতা।
সেথা শব্দহীন তীরে ঊর্ম্মিগুলি তালে তালে
মহামন্দ্রে বাজে,
সেই ধ্বনি কি করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
ক্ষুদ্র বক্ষমাঝে।

রাত্রিদিন ধুক্-ধুক্ হৃদয়-পঞ্জর-তটে
অনন্তের ঢেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে
শুনিছে না কেউ।
আমার এ হৃদয়ের ছোটখাটো গীতগুলি,
স্নেহ-কলরব,
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের
সঙ্গীত ভৈরব।

তুই কি বাসিস্ ভালো আমার এ বক্ষবাসী
পরাণ-পক্ষীরে ?
তাই এর পার্শ্বে এসে কাছে বসেছিস্ ঘেঁসে
অতি ধীরে ধীরে।
দিনরাত্রি নির্ণিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্র আরাধনা।
চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়
স্থির নাহি থাকে,
মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে' যায়
নব নব শাখে ;

তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি নিরলস।—
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হ'য়ে যাবে,
মানিবে সে বশ।

তখন কোথায় তা'রে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন্ শূন্যপথে,
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে ল'য়ে কোলে
অন্ধকার রথে ?
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির-কুমারী,—
আলোকপরশ
একটি রোমাঞ্চরেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ ;
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে ;
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধনবিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন।

ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড়খানি
তৃণে পত্রে গাঁথা,
এ আনন্দ সূর্য্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুষ্পপাতা ?
ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে
আত্মীয় স্বজন ?
অন্ধকার বাসরেতে হবে কি দুজনে মিলি
মৌন আলাপন ?
তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্ত্তি,
অসীম নির্ভর,
নির্নিমেষ নীলনেত্র, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজূট,
নির্ব্বাক্ অধর ;
তা'র কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি র'বে ?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছুকাল
ভুবন মাঝারে।
এরি মাঝে বধূবেশে অনন্ত বাসর দেশে
লইয়ো না তা'রে।

প্রতীক্ষা

এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন
সন্ধ্যায় প্রভাতে ;
নিজের বক্ষের তাপে মধুর উত্তপ্ত নীড়ে
সুপ্ত আছে রাতে ;
পান্থপাখীদের সাথে এখনো যে যেতে হবে
নব নব দেশে,
সিন্ধুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দউদ্দেশে ;
ওগো মৃত্যু কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিস্ এসে ?
তা'র সব ভালবাসা আঁধার করিতে চাস্
তুই ভালবেসে ?

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী পরে
মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখী এই সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তা'র পরে দণ্ড দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আমার দু'দিন হ'তে
করিয়ো না চুরি।

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির ধ্বনি
অরণ্য গভীরে,
সমাপ্ত হইবে কর্ম্ম, সংসারসংগ্রামশেষে
জয়পরাজয়,
আসিবে তন্দ্রার ঘোর পান্থের নয়নপরে
ক্লান্ত অতিশয়,
দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
সুদূরে জ্বলিবে শুধু অনন্তের যাত্রাপথে
প্রদীপ তারার,

প্রতীক্ষা

শিয়রে শয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে
তাহাদের চোখে
আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে
স্তিমিত আলোকে,—
একে একে চলে' যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখীতে,
তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্দ্ধরজনীতে,
উচ্ছ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি'
অদৃশ্য ফুলের,
অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কুলের,
ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জ্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণবধূ ক্লান্তহস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো;
রক্তিম অধর তা'র নিবিড় চুম্বনদানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

মানস-সুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয় ;—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত—এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা ! শুধু একবার
কাছে বস' ! আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে ; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে'
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কি আশা মেটেনি প্রাণে, কি সঙ্গীতরব
গিয়েছে নীরব হ'য়ে, কি আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক্ সৌম্য ম্লানকান্তি,
জীবনের দুঃখদৈন্যঅতৃপ্তির পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।

মানস-সুন্দরী

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানসসুন্দরী,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,—মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্ম্মান্ত হরষে,—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে !
অর্দ্ধেক অঞ্চল পাতি' বসাও যতনে
পার্শ্বে তব ; সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে
ডাক মোরে, বল, প্রিয়, বল, প্রিয়তম ;—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সঙ্গোপনে বলে' যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি-স্তরেস্তরে
সরসসুন্দর ;—নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম

মুখখানি তুলে' ধোরো ; আনন্দ আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে ; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি' মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিও নীরবে অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি ;
যদি কথা পড়ে মনে তব কলস্বরে
বলে' যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মত, অর্দ্ধেক রজনী ধরি'
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি ; যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান ; যদি মুগ্ধ প্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই র'ব প্রিয়া !
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে ; অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মত ; সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে

অরণ্যশিয়রে ; যামিনী শয়ন তা'র
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা র'ব চাহি'
অপার তিমিরে ; আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জ্জনে ; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি'
শুধু এক প্রান্তে তা'র প্রলয়-মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মত দুটি
বক্ষ দুরুদুরু, দুই প্রাণে আছে ফুটি'
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্যবিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্য্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হ'ত দুইজনে

আধ চেনা-শোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা মূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
ঊষার কিরণ-ধারে সদ্যঃস্নান করি'
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হ'তে ; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য-ভবনে ;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে'
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তা'র।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হ'তে
কাঁপিত আলোক, নির্ম্মল নির্ঝর স্রোতে

চূর্ণরশ্মিসম ! দোঁহে দোঁহা ভালো করে'
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধূলা ছুটাছুটি দুজনে সতত,
কথাবার্ত্তা বেশবাস বিথান বিতত।

তা'রপরে এক দিন—কি জানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হ'য়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন্ অন্তর-লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি' আছ মহিষীর মত ! কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া ? পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি ? ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষণ নব পুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে ?
সুন্দর সাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কি উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্লপথে

লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হ'য়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তরগৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে',
যেখানে আমার যত লজ্জাআশাভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসিঅশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বরসম; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মত; প্রীতিস্নেহ
গভীর সঙ্গীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ বীণা-তন্ত্রী হ'তে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হ'য়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত। কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে

বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম ?   এই যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে ?   এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে ?   এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কি কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?   সৌন্দর্য্যপাথারে
যে বেদনা-বায়ু-ভরে ছুটে মনতরী,
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হ'য়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ;
অভয়আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই ; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা !
কি বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা

সীমন্তিনী মোর ?   কি কথা বুঝাতে চাও ?
কিছু বলে' কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্ব্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে ; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মত
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সঙ্গীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি'
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থরথর করি'।
নাইবা বুঝিনু কিছু, নাইবা বলিনু,
নাইবা গাঁথিনু গান, নাইবা চলিনু
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে।   শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মত ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না।   দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্ত্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনা-বাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কিগো মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ ল'য়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী ? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন ;
শরৎ-প্রত্যূষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্য ছায়ে উদাসিনী হ'য়ে
বসে' থাক ; ঝিকিমিকি আলোছায়া ল'য়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায়
বসন বয়ন কর বকুলতলায় ;

অবসন্নদিবালোকে কোথা হ'তে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবরতীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মূলতান ;
কখন্ অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি', অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে ;
কখনো মগন হ'য়ে আসি যবে কাজে
স্খলিত-বসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি' চলি' যায় ;—জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,—
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মত, বহুক্ষণ কাঁদি, স্নেহ-আলোকের
তরে, ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হ'তে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হ'তে নিঃশব্দে আসিয়া, অশ্রুনীর

অঞ্চলে মুছায়ে দাও, চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে,
নয়ন চুম্বন কর, স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও, না কহিয়া বাণী
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন্ আবার
চলে' যাও নিঃশব্দ-চরণে।

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুরমূরতি ?
নদী হ'তে লতা হ'তে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি' গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে ? কি নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি ? কেমন কঙ্কণ

ধরিবে দুখানি হাতে ? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ?
কচি কেশগুলি পড়ি' শুভ্র গ্রীবাপরে
শিরীষ কুসুমসম সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমন ? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয়—নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে ! কি সঘন পল্লবের ছায়,
কি সুদীর্ঘ কি নিবিড় তিমিরআভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী ? অধর কি সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব। লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কি করিয়া মুকুলি' বিকশি'
অনিবার সৌন্দর্য্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি'
নিঃসহ যৌবনে !

জানি, আমি জানি, সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি

সেই পরজন্ম-পথে,—দাঁড়াব থমকি',
নিদ্রিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি'
লভিয়া চেতনা !—জানি মনে হবে মম
চির-জীবনের মোর ধ্রুবতারাসম
চিরপরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ !
আমার নয়ন হ'তে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে ? আমাদের দুইজনে
হবে কি মিলন ? দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে ? কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে, হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে ? পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে ? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার ! বাজিবে তোমার সুর
সর্ব্ব দেহে মনে ? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে

পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতি কাজে
র'বে তব শুভহস্ত দুটি ; গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল ? কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি' ? মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তা'র
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়া-ডোরে চির-সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই ত এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে

জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।

রজনী গভীর হ'ল, দীপ নিবে আসে ;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন্ যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণ-রেখা
মিলাইয়া গেছে, সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে, শেষ ঘট পূর্ণ করে'
কখন্ বালিকা বধূ চলে' গেছে ঘরে,—
হেরি' কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি একাদশী তিথি
দীর্ঘপথ, শূন্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী,—
কখন্ গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠপারে কৃষি-পল্লী হ'তে, নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটীরে
কখন্ জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যা-দীপখানি,
কখন্ নিভিয়া গেছে—কিছুই না জানি

কি কথা বলিতেছিনু, কি জানি, প্রেয়সি,
অর্দ্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি'

স্বপ্নমুগ্ধমত। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তা'র ? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিঃস্বনে !

এস সুপ্তি, এস শান্তি,
এস প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি,—শোয়াও যতনে
মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে।

৪ঠা পৌষ, ১২৯৯

অনাদৃত

তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলথল,
রাঙা রেখা জ্বলজ্বল
কিরণমালে।
তখন উঠিছে রবি গগন-ভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে
বারেক অতলপানে চাহিনু ধীরে ;
শুনিনু কাহার বাণী,
পরাণ লইল টানি',
যতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে।

নাহি জানি কত কি যে উঠিল জালে
কোনোটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনোটা বা টলটল
কঠিন নয়ন জল,
কোনোটা সরমছল
বধূর গালে,
সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি' পূরবে
গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলি'
জাল ফেলে' টেনে তুলি,
উঠিল গোধূলিধূলি
ধূসর নভে।
গাভীগণ গৃহে ধায় হরষরবে।

ল'য়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে,
তখন উঠিছে চাঁদ আকাশপরে।
গ্রামপথে নাহি লোক,
পড়ে' আছে ছায়ালোক,
মুদে আসে দুটি চোখ
স্বপনভরে;
ডাকিছে বিরহী পাখী কাতরস্বরে।

সে তখন গৃহ-কাজ সমাধা করি'
কাননে বসিয়া ছিল মালাটি পরি'।
কুসুম একটি দুটি
তরু হ'তে পড়ে টুটি',
সে করিছে কুটিকুটি
নখেতে ধরি';
আলসে আপন মনে সময় হরি'।

বারেক আগিয়ে যাই বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম নয়ন নীচু।
যা ছিল চরণে রেখে
ভূমিতল দিনু ঢেকে
সে কহিল দেখে' দেখে'
"চিনিনে কিছু!"
শুনি, রহিলাম শির করিয়া নীচু।

ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা
বসে' বসে' করিয়াছি কি ছেলেখেলা!
না জানি কি মোহে ভুলে'
গেনু অকূলের কূলে,
ঝাঁপ দিনু কুতূহলে,
আনিনু মেলা
অজানা সাগর হ'তে অজানা ঢেলা।

বুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে ?
কোনো দুখ নাহি যার,
কোনো তৃষা বাসনার,
এ সব লাগিবে তা'র
কিসের কাজে ?
কুড়ায়ে লইনু পুনঃ মনের লাজে।

সারাটি রজনী বসি' দুয়ারদেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে।
সুখহীন ধনহীন
চলে গেনু উদাসীন ;
প্রভাতে পরের দিন
পথিকে এসে'
সব তুলে' নিয়ে গেল আপন দেশে।

২২শে ফাল্গুন, ১২৯৯।

নদী পথে

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝন ঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে,
পবন বহে খর বেগে।

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্ম্মর রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি' যায় চলে'।
তীরেতে তরুরাজি দোলে।

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরাম বিশ্রামহারা।
বারেক থেমে আসে,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে
আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা।

সোনার তরী

মেঘেতে পথরেখা লীন,
প্রহর তাই গতিহীন।
গগন পানে চাই,
জানিতে নাহি পাই
গেছে কি নাহি গেছে দিন ;
প্রহর তাই গতিহীন।

তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী,
রয়েছি সারাদিন ধরি'।
এখনো পথ নাকি
অনেক আছে বাকি,
আসিছে ঘোর বিভাবরী।
বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে
একেলা ভাবি মনে মনে
মেঝেতে শেজ পাতি'
সে আজি জাগে রাতি
নিদ্রা নাহি দু-নয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,
হৃদয় দুই হাতে চাপে।
আকাশপানে চায়
ভরসা নাহি পায়,
তরাসে সারা নিশি যাপে,
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে।

কভু বা বায়ুবেগভরে
দুয়ার ঝন্‌ঝনি' পড়ে।
প্রদীপ নিবে আসে,
ছায়াটি কাঁপে ত্রাসে,
নয়নে আঁখিজল ঝরে,
বক্ষ কাঁপে থর থরে।

চকিত আঁখি দুটি তা'র
মনে আসিছে বারবার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড় মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁখি তা'র

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝন ঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে।

২৩শে ফাল্গুন, ১২৯৯।

দেউল

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি।
রাখিনি তা'র জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার,
ভূধর হ'তে পাষাণভার
যতনে বহি' আনি'
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।
বাহিরে ফেলি' এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি এক প্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।

কনক-মণি-পাত্রপুটে,
স্থরভি ধূপ-ধূম্র উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে,
পরাণ উঠে মাতি'।
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
স্বপ্নসম চমৎকার
কোথাও নাহি উপমা তা'র
কত বরণ, কত আকার
কে পারে বরণিতে,
চিত্র যত এঁকেছি চারিভিতে।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি' চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি' রাখে।
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে

স্বষ্টিছাড়া স্বজন কত মত।
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মত লতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে,
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি' নত,
স্বষ্টিছাড়া স্বজন কত মত।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি'
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি'
মন্ত্র পড়ি দিবস রাতি
গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে' গিয়েছে কত দিন
জানিনে কিছু আছি আপন-লীন।
চিত্ত মোর নিমেষ-হত
ঊর্দ্ধমুখী শিখার মত,
শরীরখানি মূর্চ্ছাহত

ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে' গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি' পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে,
বজ্র আসি' পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি',
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি'।
নীরব ধ্যান করিয়া চূর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি',
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'।

দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি' পড়েছে মুখে তাঁর।

নূতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি',
জাগিছে এক প্রসাদহাসি
অধর চারিধার।
দেবতাপানে চাহিনু একবার।

সরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমত
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত
পালাতে নাহি পারে,
সরমে দীপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জ্বালিল রবি,
প্রকৃতি আসি' আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দ হারে,
কি গান আজি উঠিল চারিধারে।

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি',
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,
দেবের কর-পরশ লাগি',
দেবতা মোর উঠিল জাগি'
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি'
আঁধার-পাখা তুলি'।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি'।

২৩শে ফাল্গুন, ১২৯৯

বিশ্বনৃত্য

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

সঘন অশ্রুমগন হাস্য
জাগিবে তাহার বদনে।
প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে।
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র
ঝনন-রণন স্বর্ণ তন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র
নির্ম্মল নীল গগনে।

হাহা করি' সবে উচ্ছল রবে
　　চঞ্চল কলকলিয়া,
চৌদিক হ'তে উন্মাদ স্রোতে
　　আসিবে তূর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহা তরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষরঙ্গে
বিঘ্নতরণ চরণ ভঙ্গে
　　পথকণ্টক দলিয়া।

দ্যুলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু
　　বন্ধনপাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে
　　অঙ্কে তুলিয়া হাসিবে।
ঊর্ম্মি-লীলায় সূর্য্যকিরণ
ঠিকরি' উঠিবে হিরণ বরণ,
বিঘ্ন বিপদ দুঃখ মরণ
　　ফেনের মতন ভাসিবে।

ওগো কে বাজায়—বুঝি শুনা যায়-
　　মহা রহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে' গম্ভীর স্বরে
　　অম্বর পরে বসিয়া।

গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল,
গগনে গগনে জ্যোতি অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো কে বাজায়—কে শুনিতে পায়—
না জানি কি মহা রাগিণী।
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে',
মর্ম্মের দিন যামিনী।

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাসভরে
বন্ধুর শিলা-সরণে
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ হৃদয় হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু সুর
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদা-শিঞ্জিত মাণিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।

নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম,
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া,
শ্যামল, স্বর্ণ, বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল
হাসি ক্রন্দনে ভরিয়া।

পশু বিহঙ্গ কীট পতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কি মহা খেলায় মরণ বেলায়
তরঙ্গ তা'র টুটিছে।
কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্বুদসম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি' অন্তর আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে।

অর্থ কি তা'র ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

শুধ্ হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে ?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পূরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধিসমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরাণ,
রয়েছে অটল গরবে।

সংসার স্রোত জাহ্নবী-সম
বহু দূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু ঊষর বালুকাধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
বসে' আছে এক মহা নির্ব্বাণ
আঁধার মুকুট পরিয়া।

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে' আছি মৃত
জড়তার মাঝে হ'য়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবনঅমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।

জগৎ-মাতানো সঙ্গীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে ?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে।
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক্ বিশ্ববাজনা।
উঠুক্ চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হ'য়ে আপনা।

টুটুক্ বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক্ নবীন বাসনা।

২৬শে ফাল্গুন, ১২৯৯।

দুর্ব্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন করে'
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে
তোমার আঁখির কাছে,
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা
তাই মোরে বুঝিতে পার না ?

এ যদি হইত শুধু মণি
শত খণ্ড করি তা'রে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি' গণি'
একখানি সূত্রে গাঁথি' একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

দুর্ব্বোধ

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো-ফোটো
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হ'তে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে সখি সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক হ'য়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী,
এ তবু তোমার রাজধানী।

কি তোমারে চাহি বুঝাইতে ?
গভীর হৃদয়মাঝে
নাহি জানি কি যে বাজে
নিশিদিন নীরব সঙ্গীতে।
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রান্তে আসি'
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়-বারতা
বলিতে হ'ত না কোনো কথা।

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল
দুই চক্ষে ছল ছল,
বিষণ্ণ অধর ম্লান মুখ,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হ'ত কথা।

এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম ;
সুখ দুঃখ বেদনার
আদি অন্ত নাহি যার
চিরদৈন্য চির পূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

দুর্ব্বোধ

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে !
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন নূতনালোকে
পাঠ কর রাত্রি দিন ধরে'।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন্ !

১১ই চৈত্র, ১২৯৯।

ঝুলন

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ খেলা
নিশীথ বেলা।
সঘন বরষা গগন আঁধার,
হের বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা ;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা,
রাত্রিবেলা।

ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কি কল্লোল !
দে দোল্ দোল্ !
পশ্চাৎ হ'তে হাহা করে' হাসি'
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি',

যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হট্টগোল।
দে দোল্ দোল্।

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তা'রে
যতনভরে
শয়ন পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে

বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তা'রে
গোপন ঘরে
যতনভরে।

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তা'রে মাথা রাখি' পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাষে,
গুঞ্জর তান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্না রাতে,
যা কিছু মধুর দিয়েছিনু তা'র,
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে।

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ
আলসরসে,
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,

ঘুমে জাগরণে মিশি' একাকার
নিশিদিবসে ;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশবশে।

ঢালি' মধুরে মধুর বধূরে আমার
হারাই বুঝি,
পাইনে খুঁজি'।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারিপাশে,
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি।
অতল স্বপ্ন-সাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি' রসিগাছি
বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি,

ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।

দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল।
বক্ষ শোণিতে উঠেছে আবার
কি হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কি কল্লোল!
উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল।
দে দোল্ দোল্।

ঝুলন

আয়রে ঝঞ্ঝা পরাণবধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি' লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্।

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি' লব দোঁহে ছাড়ি' ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগোল।
দে দোল্ দোল্।

১৫ই চৈত্র, ১২৯৯।

হৃদয়-যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম; নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে;
হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,

চাহিয়া বঞ্জুলবনে কি জানি পড়িবে মনে,
বসি' কুঞ্জতৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এস আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি',
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি' উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কি ছলে।
যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেথা
গহন-তলে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

নাহি রাত্রি, দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!

১২ই আষাঢ়, ১৩০০।

ব্যর্থ যৌবন

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ?
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল
নয়নে ?
এ বেশভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল, বিরহ-
শয়নে !
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ?

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে
এসেছি।
বহি' বৃথা মনো-আশা এত ভালবাসা
বেসেছি !
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন
ভবনে ?

হায়,　যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
　　　কেমনে ?

কত　উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ
　　　আকাশে।
বনে　দুলেছিল ফুল গন্ধ-ব্যাকুল
　　　বাতাসে।
　তরু-মর্ম্মর, নদী কলতান
　কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
　দূর হ'তে আসি' পশেছিল গান
　　　শ্রবণে।
আজি　সে রজনী যায় ফিরাইব তায়
　　　কেমনে ?

মনে　লেগেছিল হেন আমারে সে যেন
　　　ডেকেছে।
যেন　চির যুগ ধরে' মোরে মনে করে'
　　　রেখেছে !
　সে আনিবে বহি' ভরা অনুরাগ,
　যৌবন-নদী করিবে সজাগ,
　আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-
　　　বাঁধনে।

ব্যর্থ যৌবন

আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায়
কেমনে ?

ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কি হবে
মিছে আর ?
যদি যেতে হ'ল হায়, প্রাণ কেন চায়
পিছে আর ?
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মত
রজনী-প্রভাতে বসে' র'ব কত !
এবারের মত বসন্ত-গত
জীবনে।
হায় যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ?

১৬ই আষাঢ়, ১৩০০।

ভরা ভাদরে

নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরা ধান
আমি ভাবিতেছি বসে' কি গাহিব গান
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো!
কদম্বগাছের সার,
চিকণ পল্লবে তা'র
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো।

অম্লান-উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কি করিব দান!

মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাসভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে মরে
হতাশ সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শত খান্!

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।
আমি ভাবি আর কেহ কি ভাবিছে বসে'
তরুশাখে হেলাফেলা
কামিনী ফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে খসে' খসে'।
কি বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে-প্রদোষে।

পাখীর প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল।
দোয়েল দুলায়ে শাখা
গাহিছে অমৃতমাখা,
নিভৃত পাতায় ঢাকা
কপোত যুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল।

২৭শে আষাঢ়, ১৩০০

প্রত্যাখ্যান

অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।
অমন সুধা-করুণ সুরে
গেয়ো না।
সকালবেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
যেয়ো না।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

মনের কথা রেখেছি মনে
যতনে;
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই
রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়,
দু'চারি ফোঁটা অশ্রুময়

প্রত্যাখ্যান

একটি শুধু শোণিত-রাঙা
বেদনা !
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না !

কাহার আশে দুয়ারে কর
হানিছ ?
না জানি তুমি কি মোরে মনে
মানিছ ?
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিক মোর রাণীর সাজ,
পরিয়া আছি জীর্ণচীর
বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

কি ধন তুমি এনেছ ভরি'
দু'হাতে ?
অমন করি' যেয়ো না ফেলি'
ধূলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কি আছে হেন, কোথায় পাই,

জনম তরে বিকাতে হবে
আপনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভেবেছি মনে ঘরের কোণে
রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে
বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিক ভাষা,
রয়েছে সাধ, না জানি তা'র
সাধনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

যে সুর তুমি ভরেছ তব
বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি
গাহিতে ?
গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি' উঠে সকল প্রাণ,

প্রত্যাখ্যান

না মানে রোধ অতি অবোধ
রোদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

এসেছ তুমি গলায় মালা
ধরিয়া,
নবীন বেশ, শোভন ভূষা
পরিয়া।
হেথায় কোথা কনক থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা,
বাসরসেবা করিবে কেবা
রচনা ?
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভুলিয়া পথ এসেছ সখা
এ ঘরে।
অন্ধকারে মালা-বদল
কে করে।
সন্ধ্যা হ'তে কঠিন ভুঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,

নিবায়ে দীপ জীবন-নিশি-
যাপনা।
অমন দীন-নয়নে আর
চেয়ো না।

২৭শে অষাঢ়, ১৩০০।

লজ্জা

আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান,
কেবল সরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস
করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া,
চাহিয়া আঁখির কোণে
তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া।

দক্ষিণ পবনভরে
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে,
কখন্ যে, নাহি পারি লখিতে,
পুলকব্যাকুল হিয়া
অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে।

বদ্ধ গৃহে করি' বাস
রুদ্ধ যবে হ'য়ে শ্বাস,
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি' গিয়া বাতায়নে
সুখসন্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া।

পূর্ণচন্দ্রকররাশি
মূর্চ্ছাতুর পড়ে আসি'
এই নবযৌবনের মুকুলে,
অঙ্গে মোর ভালবেসে
ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে ;

মুখে বক্ষে কেশপাশে,
ফিরে বায়ু খেলা-আশে
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে,
হেনকালে তুমি এলে
মনে হয় স্বপ্ন বলে'
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে,
ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ সরম দাও মোরে রাখিতে,
সকলের অবশেষ
এইটুকু লাজলেশ
আপনারে আধখানি ঢাকিতে।

ছলছল দুনয়ান
করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারিনে যেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি;

কেন যে তোমার কাছে
একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিশ্বাস,
নহে সখা, পরিহাস,
নহে নহে ছলনার খেলা এ।

বসন্ত-নিশীথে বঁধু
লহ গন্ধ, লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশেপাশে,
কোয়ো কথা মৃদু ভাষে,
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো।

সে টুকুতে ভর করি'
এমন মাধুরী ধরি'
তোমাপানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহনভঙ্গে
আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া।

এমন, সকল বেলা
পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্ত-কুসুম-মেলা দু'ধারি।
শুন বঁধু, শুন তবে,
সকলি তোমার হবে,
কেবল সরম থাক্ আমারি।

২৮শে আষাঢ়, ১৩০০।

পুরস্কার

সে দিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী—
"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়,
রচিতেছ বসি' পুঁথি বড় বড়,
মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড়
তার খোঁজ রাখ কি।
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব,
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধরে' এ কি ছেলেখেলা,
ভারতীরে ছাড়ি' ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি,
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি
কিসে কড়ি আসে দুটো।"

দেখি' সে মূরতি সর্ব্বনাশিয়া
কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি' করপুট,—
"ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,
ঘরেতে আছেন নাইক ভাঁড়ারে
এ কথা শুনিবে কেবা।
আমার কপালে বিপরীত ফল,
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল
এত করি তাঁর সেবা।
তাই ত কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্ত্ত্যে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক তিল
অমনি সর্ব্বনাশ।"
মনে মনে হাসি মুখ করি' ভার
কহে কবিজায়া "পারিনেক আর
ঘরসংসার গেল ছারেখার
সব তা'তে পরিহাস।"
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি
শিঞ্জিত করি' কাঁকন দু'খানি

চঞ্চল করে অঞ্চল টানি'
রোষ ছলে যায় চলি' ।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমানবেগে অধীর গমন,
উচাটন কবি কহিল "অমন
যেয়ো না হৃদয় দলি' ।
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু'পায়,
কি করিতে হবে বল সে উপায়,
ঘর ভরি' দিব সোনায় রূপায়
বুদ্ধি যোগাও তুমি ।
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমার মূরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই,
সমস্ত মরুভূমি ।"
"হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়"
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়
"যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়
আমার কপালগুণে ।
কথার কখনো ঘটেনি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব,
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চল দেখি কথা শুনে ।

শুভ দিনখণ দেখ পাঁজি খুলি',
সঙ্গে করিয়া লহ পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি'
চল রাজসভামাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মানুষ হইয়া গেল কত লোক,
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
লাগিবে কিসের কাজে।"
কবির মাথায় ভাঙি' পড়ে বাজ,
ভাবিল "বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানিনে রাজামহারাজ
কপালে কি জানি আছে।"
মুখে হেসে বলে "এই বই নয়!
আমি বলি আরো কি করিতে হয়!
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
বিধবা হইবে পাছে।
যেতে যদি হয় দেরিতে কি কাজ,
ত্বরা করে' তবে নিয়ে এস সাজ,
হেম-কুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ূর কনকহার।
বলে' দাও মোর সারথিকে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,'

কিঙ্করগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন কর তা'র।"
ব্রাহ্মণী কহে "মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই, কি চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে আর
না দেখি আবশ্যক।
নানা বেশভূষা হীরা রূপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি' উপাসনা,
সাজ করে' লও পূরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক্।"
এতেক বলিয়া ত্বরিত চরণ
আনে বেশ বাস নানান্ ধরণ,
কবি ভাবে মুখ করি বিবরণ
আজিকে গতিক মন্দ।
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কসিয়া
পরাইল কটিবন্ধ।
উষ্ণীষ আনি' মাথায় চড়ায়,
কন্ঠি আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।

অঙ্গে যতই চাপায় রতন,
কবি বসি' থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সেও আজি হার মানে।
এই মতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া,
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক,
হাসি' উঠি' কহে ধরিয়া চিবুক
আ মরি সেজেছ কিবা।
ধরিল সমুখে আরশি আনিয়া,
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
"পুরনারীদের পরাণ হানিয়া
ফিরিয়া আসিবে আজি,
তখন দাসীরে ভুলো না গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
রতনভূষণরাজি।"
কোলের উপরে বসি', বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে

কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি, "কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব,
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণতলে।"
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি',
উষ্ণীষপরা মস্তক তুলি'
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি'
দ্রুত রাজগৃহে চলে।
কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি' বাতায়ন পাশে
উঁকি মারি' চায়, মনে মনে হাসে,
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুল পুলকে,
"রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে
এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে।"

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে'
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে।
রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মত নহে ত তাহারা,
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা,
হেথা কি আসিতে আছে।
হেসে ভালবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারী মহাশয়
সবে গম্ভীর মুখ।
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি' আছে হেন যমের মূরতি,
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি
দমি' যায় তা'র বুক।
বসি' মহারাজ মহেন্দ্র রায়
মহোচ্চ গিরিশিখরের প্রায়,
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল অটল ছবি।
কৃপা-নির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া
শত শত দেশ সরস করিয়া,

সে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
বিচার সমাধা হ'ল যবে, শেষে
ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্রী-আদেশে
যোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধুমত আকার প্রকার,
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষ-শিকার
নাহি জানে কোনো নর।
ব্রত নানামত সতত পালয়ে,
এক কানা কড়ি মূল্য না ল'য়ে
ধর্ম্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে
বিতরিছে যাকে তাকে।
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে,
কি ঘটিছে কার, কে কোথা কি করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে
সন্ধান তা'র রাখে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণব রূপে
যখন সে আসি' প্রণমিল ভূপে,
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে
কি করিল নিবেদন।

অমনি আদেশ হইল রাজার
"দেহ এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার"
"সাধু, সাধু" কহে সভার মাঝার
যত সভাসদজন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে,
"এ যে দান ইহা যোগ্যপাত্রে,
দেশের আবালবনিতামাত্রে
ইথে না মানিবে দ্বেষ।"
সাধু নুয়ে পড়ে নম্রতাভরে,
দেখি' সভাজন আহা আহা করে,
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে
ঈষৎ হাস্যলেশ।
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ,
চিহ্নিত করি' রাজাস্তরণ
পবিত্র পদ-পঙ্কে।
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম,
বলিঅঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম,
প্রখর মূর্ত্তি অগ্নিশর্ম্ম,
ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না করে'
পড়ি' গেল শ্লোক বিকট হাঁ করে'

মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
　　চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তা'র নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি' থাকে মাথা করি' নীচু,
রাজা বলে "এঁরে দক্ষিণা কিছু
　　দাও দক্ষিণ হাতে।"
তা'র পরে এল গণৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
　　বাজায়ে সে গেল চলি'।
আসে এক বুড়া গণ্য মান্য
করপুটে ল'য়ে দূর্ব্বাধান্য,
রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্য
　　ভরিয়া দিলেন থলি।
আসে নট ভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্য সহিত,
কারো বা মাথায় পাগ্‌ড়ি লোহিত,
　　কারো বা হরিৎবর্ণ।
আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য,
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ,
যার যথামত পায় বরাদ্দ,
　　রাজা আজি দাতাকর্ণ।

যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কি করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তা'রে সভাগৃহকোণে
বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ "হোথা বসিয়া কে ওই,
এস ত মন্ত্রী সন্ধান লই"
কবি কহি' উঠে "আমি কেহ নই
আমি শুধু এক কবি।"
রাজা কহে "বটে! এস এস তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।"
বসাইলা কাছে মহা গৌরবে
ধরি' তা'র কর দুটি।
মন্ত্রী ভাবিল—যাই এই বেলা,
এখন ত সুরু হবে ছেলেখেলা।—
কহে "মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।"
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ ইঙ্গিতে মহা তটস্থ
বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল।—
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী,

উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্যার যেন জল।

চলি' গেল যবে সভ্যসুজন,
মুখোমুখী করি' বসিলা দুজন,
রাজা বলে "এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ কর কবি।"
কবি তবে দুই কর যুড়ি' বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে,
"প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানস-সরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুণিয়া,

আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো—সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জান ত মা বাণী
নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না,
মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্ব-প্লাবিনী
অমৃতউৎসধারা।
যে রাগিণী শুনি' নিশি দিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্ত্যমাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা।
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হ'তে।
যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রু হাসিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে।

পুরস্কার

কে আছে কোথায়, কে আসে, কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকার পরে কালের বেলায়
ছায়া আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তা'রা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তা'র মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপূর,
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা জানে না ধরণী
সংসারকোলাহল।
সে জন পাগল, পরাণ বিকল,
ভবকূল হ'তে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল
ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ,

অপূর্ব্ব গীত, অলোক ছন্দ
　　শুনিছে নিত্য নব।
বাজুক্ সে বীণা, মজুক্ ধরণী,
বারেকের তরে ভুলাও জননী
কে বড় কে ছোট কে দীন কে ধনী
　　কেবা আগে কেবা পিছে,
কার জয় হ'ল, কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়,
কেবা ভালো, আর কেবা ভালো নয়,
　　কে উপরে কেবা নীচে।
গাঁথা হ'য়ে যাক্ এক গীতরবে,
ছোট জগতের ছোট বড় সবে,
সুখে পড়ে' রবে পদপল্লবে
　　যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি'
দাঁড়াও মধুর মূরতি বিকাশি',
কুন্দবরণ সুন্দর হাসি
　　বীণা হাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা,
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা
　　তব সঙ্গীতস্রোতে।

দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি' কেশজাল
নাচে দশদিক্ হ'তে।"
এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি,
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, বারেক ভাবি' দেখ মনে
সেই একদিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকল বসনে
চলিলা বনের পথে,
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়রথে।
রাজপুরী মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারেসার,

এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে ?
অভিষেক হবে, উৎসবে তা'র
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।
আর এক দিন ভেবে দেখ মনে
যেদিন শ্রীরাম ল'য়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটীরভবনে
দেখিলা জানকী নাহি,—
জানকী জানকী আর্ত্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা অরণ্য আঁধার আননে
রহিল নীরবে চাহি।
তা'র পরে দেখ শেষ কোথা এর,-
ভেবে দেখ কথা সেই দিবসের ;
এত বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে,
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।

সে সকল দিন সেও চলে' যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,
যায় নি ত এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডক বনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।
শুধু সেদিনের একখানি সুর
চির দিন ধরে' বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে ;
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহা রাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহা সঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।
তা'র পরে কবি কহিল সে কথা,
কুরুপাণ্ডব-সমর-বারতা ;—
গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্ব্ব দেশ,
দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,
ঘর্ষণে জ্বলে হুতাশনরাশি,

মহা দাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি'
অরণ্য-পরিবেশ।
এক গিরি হ'তে দুই স্রোত পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা
সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে—
দেখিতে দেখিতে হ'ল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্রশোণিত,
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয়-বন্যা-গানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হ'য়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি' নির্ম্মূল
ছুটিল রক্তধারা,
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি',
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি'
নিবায়ে সূর্য্য তারা।
সমর-বন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতল-শয়ান
পড়ে' আছে ঠাঁই ঠাঁই,—

ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে
বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,
চাহি ধরাপানে আনত বয়ানে
মুখেতে বচন নাই।
বহু দিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহা নরমেধ
বিদ্বেষ হুতাশনে।
সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,
পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণ সিংহাসনে।
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার,
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্ম্ম-বিদার রব।
"জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়"
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়,
পরিহাস বলে' আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব।
কালি যে ভারত সারাদিন ধরি'
অট্ট গরজে অম্বর ভরি'

রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি' কুলভয় লাজে
পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসিবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া
বসি' একাকিনী শোকার্ত্ত হিয়া
শূন্য শ্মশানমাঝে ;
কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতা-বহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তা'র ;
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর।
তবু কোথা হ'তে আসিছে সে স্বর,-
যেন সে অমর সমরসাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহা প্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির-মানবের প্রাণে।

পুরস্কার

হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি' দিক্ দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি' ;
এমনি বরষা আজিকার মত
কত দিন কত হ'য়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুরাশি।
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে
আজি আমাদেরি মত ;
তা'রা গেছে শুধু তাহাদের গান
দু'হাতে ছড়ায়ে করে' গেছে দান,
দেশে দেশে, তা'র নাহি পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত !
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে' আসে আঁখিজল,
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,

লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
　　　সুন্দর ধরাতল।
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহি নে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক'দিন আছি মানসের সাধ
　　　মিটাব আপন মনে ;
যার যাহা আছে তা'র থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
　　　একটি নিভৃত কোণে।
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি',
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
　　　ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হ'তে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
　　　সংসার-ধূলিজালে।
অতি দুর্গম সৃষ্টি-শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝরে
　　　ঝর্ঝর সঙ্গীতে,

পুরস্কার

স্বর-তরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,—
সেথা হ'তে টানি' লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি' দিব আমি সেই গীত আনি',
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে' দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি' দিব দূর
তা'র পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,

স্নেহ-সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
শিশিরের মত র'বে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু' চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।
থাক হৃদাসনে জননী ভারতী
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।
কত সুখ ছিল হ'য়ে গেছে দুখ,
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হ'য়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালবাসা।

শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহস্বরে ডাকে অন্তর মাঝে
আয়রে বৎস আয়,—
ফেলে রেখে আয় হাসিক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চির নন্দন
চির বসন্ত বায়।—
সেই ভালো মাগো, যাক্ যাহা যায়,
জন্মের মত বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু'পায়
বার বার নমো নমঃ।—
এত বলি' কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ
বীণাঝঙ্কারসম।
পুলকিত রাজা আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিয়া ভূতল,
দু' বাহু বাড়ায়ে পরাণ উতল
কবিরে লইয়া বুকে
কহিলা, ধন্য, কবিগো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,

তোমারে কি আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাক সুখে।
ভাবিয়া না পাই কি দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি'।—
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দু'নয়ন কবি তাঁরে বলে,—
কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।—

মালা বাঁধি' কেশে কবি যায় পথে,
কেহ শিবিকায়, কেহ ধায় রথে,
নানাদিকে লোক যায় নানামতে
কাজের অন্বেষণে;
কবি নিজ মনে ফিরিছে লুব্ধ
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃত দুগ্ধ
দোহন করিছে মনে!
কবির রমণী বাঁধি' কেশপাশ,
সন্ধ্যার মত পরি' রাঙা বাস,

পুরস্কার

বসি' একাকিনী বাতায়ন পাশ,
সুখহাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারিদিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে।
অঙ্গুলি তা'র চলিছে যেমন
কত কি যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি'
বাহুখানি নাড়ি' মৃদু ঝিনি ঝিনি
বাজাইয়া দিল কর-কিঙ্কিণী
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে ঘেরি'।
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি'
অতি সত্বর সম্মুখে আসি'
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি'
দেখ কি এনেছি বালা!
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।—

—

এত বলি' মালা শির হ'তে খুলি'
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি',
কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি'
ফিরায়ে রহিল মুখ।
মিছে ছল করি' মুখে করে রাগ,
মনে মনে তা'র জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ,
হৃদয়ে উথলে সুখ।
কবি ভাবে, বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন,
বসি' থাকে মুখ করি' বিষণ্ণ,
শূন্যে নয়ন মেলি'।—
কবির ললনা আধখানি বেঁকে,
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে,-
পতির মুখের ভাবখানা দেখে'
মুখের বসন ফেলি'
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে,—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া,

শতবার করি' আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তা'র মুখে।
বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়,
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায় ;
মালাখানি ল'য়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মাল্যবাঁধনে
লক্ষ্মী-সরস্বতী।

১৩ই শ্রাবণ, ১৩০

— —

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে' যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে ; উত্তরে দক্ষিণে,
পূরবে পশ্চিমে ; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণ-শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নব পুষ্পদল

করি পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণ-লেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি' দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর,
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্ দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জ্জনে,
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপন মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধরে'—হৃদয়ের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি' বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি' দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি' শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কা'রা করেছে ভ্রমণ

কৌতূহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে ।—

স্থদুর্গম দূরদেশ,—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে'
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দ্দয় ।
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি' বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ;—চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক-নির্ম্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে' আছে শিখর আঁকড়ি' ; হিম-রেখা
নীলগিরিশ্রেণীপরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি' ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি' ভেদ

যোগমগ্ন ধূর্জ্জটির তপোবন-দ্বারে।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘ রাত্রি-শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মত।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি'
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে; সমুদ্রের তটে
ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্ব্বতসঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি' আসে, কোনোমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্ম্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি

যেখানে যা-কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে' যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবস নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র হ'তে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি ;
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্মঅনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে' লই হেন ইচ্ছা করে।

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা—
নাহি কোনো ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ,—নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘরপর,
উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি' সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপজর্জ্জরপরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্ত্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি',—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালবাসি—
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘু তরী সম।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর-
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ;—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি' অতর্কিত শিকারের পরে

বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা—
হিংসাতীব্র সে আনন্দ—সে দৃপ্ত গরিমা-
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ ;—
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দমদিরা ধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ ;
প্রভাত রৌদ্রের মত অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হ'য়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি' আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গপরে সারাদিন দুলি'
আনন্দদোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দ চরণে, বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে

তোমার সমস্ত পশু পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি', আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু ; তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি'
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর ; তোমার অন্তরে
কি জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে'

করিতেছে সঞ্চরণ ; কুসুমমুকুল
কি অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে ; নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কি গূঢ় পুলকে
কি মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনো দিন,—শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্রপরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্তআহ্বানরবে শতবার করে'
সমস্ত ভুবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হ'তে, মিশ্রিত মর্ম্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীতের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার ; দূর কর সে বিরহ,

যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে—মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হ'তে উঠে ধূম-লেখা
সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মত অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে ;
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্ব্বাসিত ; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে,—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি'
বিষাদ-ব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হ'তে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে,—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছ্বসি' উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি' যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,

তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত, আনন্দের রস
কত রূপে হ'তেছে বর্ষণ, দিক্ দশ
ধ্বনিছে কল্লোল গীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্ত্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ ল'য়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাত আলোক মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হ'য়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে—যা দেখে' কবির মনে
জাগিবে কবিতা,—প্রেমিকের দু'নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্ব্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে! জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি' আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে'
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে

ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরণে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হ'তে ? ঊষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্ত্যবাসী
নিদ্রা হ'তে উঠি ? আজ শতবর্ষপরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে'
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি র'ব না আমি ? আসিব না নেমে
তাদের মুখের পরে হাসির মতন,
তাদের সর্ব্বাঙ্গ মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্ত দিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর রূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন

ছাড়ি' লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দ্দিক হ'তে মোরে লবে না কি টানি
এই সব তরু লতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবন-পরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি', করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে ; কীট পশু পাখী
তরু গুল্ম লতারূপে বারম্বার ডাকি'
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে।—এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি', তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,

এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী লহগো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে'
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দূরে।

২৬শে কার্তিক, ১৩০০

মায়াবাদ

হারে নিরানন্দ দেশ, পরি' জীর্ণ জরা,
বহি' বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্ম দৃষ্টি তোমার নয়নে।
ল'য়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্ম্মহীন রাত্রিদিন বসি' গৃহকোণে
মিথ্যা বলে' জানিয়াছ বিশ্ব-বসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগযুগান্তর ধরে' পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি ;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষ কোটি জীব ল'য়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।

খেলা

হোক্ খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দ কল্লোলাকুল নিখিলের সনে।
সব ছেড়ে মৌন হ'য়ে কোথা বসে' র'বে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে।
জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে
অনন্ত কালের কোলে, গগন-প্রাঙ্গণে,
যত জান মনে কর কিছুই জান না;
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি'
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা খেলনা
তোমারে দিয়েছে মাতা; হয় যদি ধূলি
হোক্ ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা!
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা,
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!

———

বন্ধন

বন্ধন ?   বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহপ্রেম সুখতৃষ্ণা ; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হ'তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি',
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি' মন
সদা করাইছে পান।   স্তন্যের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত সুখে দুখে
করিতেছে আকর্ষণ জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি' গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন ; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন্ মুক্তিভ্রমে।

গতি

জানি আমি সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে
ক্ষতচিহ্ন পড়ে' যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে,
জানি আমি সংসারের সমুদ্র মন্থিতে
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল ;—
জানি না কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-শৃঙ্খলার,
জানি না কি হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে ; নিখিল-দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা। পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনম-রহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

মুক্তি

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি,'
বিমুখ হইয়া সর্ব্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি'
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে।
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্ব মহাতরী
অম্বর আকুল করি' যাত্রীদের গানে।
শুভ্র কিরণের পালে দশদিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ অসংখ্য পরাণে।
ধীরে ধীরে চলে' যাবে দূর হ'তে দূরে
অখিল ক্রন্দন হাসি আঁধার আলোক,
বহে' যাবে শূন্যপথে সকরুণ সুরে
অনন্ত জগৎভরা যত দুঃখ শোক।
বিশ্ব যদি চলে' যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে' র'ব মুক্তি-সমাধিতে ?

অক্ষমা

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্য্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্ব্বসহা জননী মৃণ্ময়ী।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস্ যোগাতে,
পারিস্ নে কতবার,—কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ ;—
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস্ ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তা'তে হাত দেয় মৃত্যু সর্ব্বভুক্,
সব আশা মিটাইতে পারিস্ নে হায়
তা বলে' কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!

দরিদ্রা

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে,
বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে' মোর মর্ম্ম মাঝে বড় ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হ'তে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস্ সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তা'র আছিস্ তাকিয়ে
অমৃত নারিস্ দিতে প্রাণপণ স্নেহে!
কত যুগ হ'তে তুই বর্ণগন্ধগীতে
সৃজন করিতেছিস্ আনন্দআবাস,
আজো শেষ নাহি হ'ল দিবসে নিশীথে,
স্বর্গ নাই, রচেছিস্ স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদ-কোমল,
সকল সৌন্দর্য্যে তোর ভরা অশ্রুজল।

আত্মসমর্পণ

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দুয়েকটি প্রীতি-সুমধুর
অন্তরের গাথা ; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদ-বিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে ; কুসুমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি ; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তে ভালে ; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি ; প্রমোদ-সিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।
মানব-আত্মার গর্ব্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখপানে,
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্ত্য-কোলে ঘৃণা করি' তা'রে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

অচল স্মৃতি

আমার হৃদয়-ভূমি-মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈলসমান
একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি' ঘিরি'
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি'

যেখানে চরণ রেখেছে, সে মোর
মর্ম্ম গভীরতম,
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙীন্ মেঘের মত
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে
সোহাগে হতেছে নত।

অচল স্মৃতি

আমার শ্যামল তরুলতাগুলি
ফুলপল্লবভারে
সরস কোমল বাহু-বেষ্টনে
বাঁধিতে চাহিছে তা'রে।
শিখর গগন-লীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনা-বিহগ একেলা সেথায়
ধাইছে রাত্রিদিন।

চারিদিকে তা'র কত আসা-যাওয়া
কত গীত কত কথা,
মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
নিশ্চল নীরবতা।
দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা,
চিত্ত-গগনে আঁকা থাকে তা'র
নিত্য-নীহার-রেখা।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

তুলনায় সমালোচনা

একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে
গাহিছে পাখী;
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি' ;—
তুমি ত কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু ;
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে'।
আহা মরি মরি কি রঙীন্ বেশ,
সোহাগ হাসির নাহি আর শেষ,
সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে'।

হায় ক'দিনের আদর সোহাগ
সাধের খেলা,
ললিত মাধুরী, রঙীন্ বিলাস,
মধুপ-মেলা !

ওগো নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী,
হাবভাব হাস, নানা-রঙা বাস
নাহিক জানি।
রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন
আপন বলে,
কে পারে তাড়াতে আমারে মাড়াতে
ধরণীতলে।
তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চির-দিবসের
বৃষ্টিবাদল ঝড়বাতাসের
না রাখি ভয়।
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন,
কারো কাছে কোনো নাহি প্রেম-ঋণ,
চাটুগান শুনি সারা নিশিদিন
করি না ক্ষয়।

আসিবেক শীত, বিহঙ্গগীত
যাইবে থামি',
ফুলপল্লব ঝরে' যাবে সব,
রহিব আমি।

চেয়ে দেখ মোরে, কোনো বাহুল্য
কোথাও নাই,
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।
এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি।
কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়,
চরণে কোমল হস্ত বুলায়,
নতমস্তকে লুটায়ে ধূলায়
প্রণাম করে।
ভুলাইতে মন কত করে ছল,
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
দুদিন তরে।

কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর মাঝে
এ পৃথিবীর।

আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
চোখের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
আপন মনে।
আছে তব মধু, থাক্ সে তোমার,
আমার নাহি।
আছে তব রূপ,—মোর পানে কেহ
দেখে না চাহি।
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবসযামী।
ওহে তরু তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন,
আমি বড় নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।

হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ ভয়,
আমার দৈন্য   সে মোর সৈন্য
তাহারি জয়।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩০০।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে ?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুঁবিছে তপন
গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,

ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে'।

হুহু করে' বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন;
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ,

তারি মাঝে বসি' এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি ত বুঝি না কি লাগি' তোমার
বিলাস হেন ?

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
"কে যাবে সাথে ?"
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে'।

তা'র পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,

কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।
বেলা বহে' যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে' যায়
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমিরতলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে'।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব
কেশের রাশি।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি'।"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

চিত্রা

চিত্রা

চিত্রা

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক সম অসীমা,
অয়ি প্রশান্তহাসিনী।
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সুখ

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত ; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি' লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে ; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে ; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে ; ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটীর ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হ'য়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত ; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'
কর্ণে মোর ; বসি' এক বাঁধা নৌকা পরি'
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি'
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ বালক তা'র

আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে ; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তা'র স্নেহজ্বালাতন।
তরী হ'তে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হ'তে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা ; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মত, শিশু-আননের
হাসির মতন,—পরিব্যাপ্ত বিকশিত ;
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হ'তে উঠি' গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি' নিথর গগন ;
সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব ; কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া

সুখ

দিব তা'রে উপহার ভালবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তা'রে
করিব বিকাশ ? সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তা'রে তুলে ঘরে আনি
প্রফুল্ল সরস ?—কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তা'রে প্রাণপণে,—মুঠির ভিতরে
টুটি যায় ; হেরি তা'রে তীব্রগতি ধাই,—
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি' চলি' যাই
আর তা'র না পাই উদ্দেশ।

চারিদিকে
দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হ'ল সুখ অতি সহজ সরল।

১৩ই চৈত্র, ১২৯৯।

জ্যোৎস্না রাত্রে

শান্ত কর শান্ত কর এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমা যামিনী ! অতিশয়
উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত
বারম্বার, তুমি এস স্নিগ্ধ অশ্রুপাত
দগ্ধ বেদনার পরে। শুভ্র সুকোমল
মোহভরা নিদ্রাভরা কর-পদ্মদল,
আমার সর্ব্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া
বিভাবরী, সর্ব্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।

বহু দিন পরে আজি দক্ষিণ বাতাস
প্রথম বহিছে। মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ
তোমার চরণপ্রান্তে রাখি' তপ্ত শির
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর
হে মৌন রজনী ! পাণ্ডুর অম্বর হ'তে
ধীরে ধীরে এস নামি' লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে
মৃদু হাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জ্জন শিয়রতলে। বেড়াক্ ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদির লহরী
সমীর-হিল্লোলে ; স্বপ্নে বাজুক্ বাঁশরী

জ্যোৎস্না রাত্রে

চন্দ্রলোক প্রান্ত হ'তে ; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক্ আমার তনু ; অধীর মর্ম্মরে
শিহরি উঠুক বন মাথার উপরে
চকোর ডাকিয়া যাক্ দূরশ্রুত তান ;
সম্মুখে পড়িয়া থাক তটান্ত-শয়ান
—সুপ্ত নটিনীর মত—নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা।

হের আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তিমাঝে,—অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দনমূর্ত্তি ! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর-মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা বসে' গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তা'র সীমা।
আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেল,—আজি ছিন্ন করে' ফেল ওই

চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হ'তে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে ! সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্ন পুষ্পদলসম পড়ে' যাক্ খুলি'
তব চারিদিকে,—বিদীর্ণ নিশীথখানি
খসে' যাক্ নীচে ! বক্ষ হ'তে লহ টানি'
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি'
শুভ্র ভাল, আঁখি হ'তে লহ অপসরি'
উন্মুক্ত অলক ! কোনো মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ কর ;—একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও—একান্ত নির্জ্জন
সন্ধ্যার তারার মত ; আলিঙ্গন-স্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে। ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে—ব্যাপ্ত হ'য়ে যাক্ শূন্যময়
গানের তানের মত ! এক রাত্রি তরে
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে।

জ্যোৎস্না রাত্রে

তোমাদের নিকুঞ্জের বাহির দুয়ারে
বসে' আছি,—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদু মন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর,—
কার কেশপাশ হ'তে খসি' পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনা-প্রবাহ ? কোথায় গাহিছ গান ?
তোমরা কাহারা মিলি' করিতেছ পান
কিরণ কনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত,—
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণ-বিকশিত
পারিজাত ;—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে, উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব্ব বিরহে। খোল দ্বার, খোল দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্য্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জ্জন মন্দিরখানি,—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি' আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ম্ময়ী বালা ;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

৬ই মাঘ, ১৩০০।

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি'; অমরবীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার। নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হ'তে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের

গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।—

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্ম্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি'
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে ল'য়ে তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি' একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে

করুণায় ; বাঁশরীর ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে ;—হাত ধরে' মোরে তুমি
ল'য়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে ! সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তা'রা নব নব গান
নব অর্থভরা ; চির-সুহৃদ্‌সমান
সর্ব্ব চরাচর ! হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন,—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে ! অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান আজি।
এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি

প্রেমের অভিষেক

না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ? তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি'
মন তব অভিনব লাবণ্য-বসনে ?
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহমন
পূর্ণ করি' ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী মোরে করেছ সম্রাট !

১৪ই মাঘ, ১৩০০।

সন্ধ্যা

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা! ওরে মন,
নত কর শির! দিবা হ'ল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন'
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পুরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে। রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ! হের, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল,
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র! নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়নপল্লব
নত হ'য়ে ঢাকে তা'র নয়নযুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে

সন্ধ্যার আলোকে। বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি! অন্তরের যত কথা
শান্ত হ'য়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক্ বিস্তার!

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি' বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি', ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি'
দিগন্তের পানে; ধীরে যেতেছে প্রবাহি'
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ততারা, সুদূর পল্লীর

প্রদীপের মত! ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য-নীহারিকা,
তা'র পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তা'র পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে ল'য়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তা'র শেষ।

ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা?" "আরো কত দূর?"

৯ই ফাল্গুন, ১৩০০।

এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি !—ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে ? কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল ? কোন্ অন্ধ কারামাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায় ? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি' করিতেছে পরিহাস
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি' চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তা'র,—
তা'র পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি' ;

নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া ! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে ! এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
"মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তা'রে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।"—
কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান !
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার !—

এবার ফিরাও মোরে

অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট ! এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি ! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর ! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে ! দিন যায়, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিশ্বসিয়া কেঁদে উঠে বন।   বাহিরিনু হেথা হ'তে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে ! কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বল মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রি দিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর ; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল !—যে দিন জগতে চলে' আসি',
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।

বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে' গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তা'র ভাষা,
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে ?—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হ'তে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তা'র কাছে,—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তা'রে-
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে

এবার ফিরাও মোরে

চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি! শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি'; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত! দহিয়াছে অগ্নি তা'রে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তা'রে করেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তা'র অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি' জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন;—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তা'রে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তা'রে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা। তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,

তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।—শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে! শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি'
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে। তা'র পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রাঅবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।

এবার ফিরাও মোরে

সুচিরসঞ্চিত আশা সমুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্তক্ষমা। হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা।

২৩শে ফাল্গুন, ১৩০০।

মৃত্যুর পরে

আজিকে হয়েছে শান্তি,
জীবনের ভুলভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্‌
তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালোমন্দ,
যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বল শান্তি, বল শান্তি,
দেহসাথে সব ক্লান্তি
হ'য়ে যাক্‌ ছাই।

গুঞ্জরি' করুণ তান
ধীরে ধীরে কর গান
বসিয়া শিয়রে।

মৃত্যুর পরে

যদি কোথা থাকে লেশ
জীবন-স্বপ্নের শেষ
তাও যাক্ মরে’।
তুলিয়া অঞ্চলখানি
মুখ পরে দাও টানি’,
ঢেকে দাও দেহ।
করুণ মরণ যথা,
ঢাকিয়াছে সব ব্যথা,
সকল সন্দেহ।

বিশ্বের আলোক যত
দিগ্বিদিকে অবিরত
যাইতেছে ব’য়ে,
শুধু ওই আঁখিপরে
নামে তাহা স্নেহভরে
অন্ধকার হ’য়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি
দিনে উচ্চে উঠে বাজি
রাত্রে চুপে চুপে,
সে শব্দ তাহার পরে
চুম্বনের মত পড়ে
নীরবতারূপে।

মিছে আনিয়াছ আজি
বসন্ত কুসুমরাজি
দিতে উপহার ;
নীরবে আকুল চোখে
ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার ;
ছিলে যারা রোষভরে
বৃথা এত দিন পরে
করিছ মার্জ্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে
চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা।

গিয়েছে কি আছে বসে,
জাগিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর ?
পৃথিবীর শ্রান্তি তা'রে
ত্যজিল কি একেবারে,
জীবনের জ্বর ?
এখনি কি দুঃখ সুখে
কর্ম্মপথ অভিমুখে
চলেছে আবার ?

অস্তিত্বের চক্রতলে
একবার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার ?

বসিয়া আপন দ্বারে
ভালো মন্দ বল তা'রে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম মাঝে
গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে
তোমাদের দুঃখে সুখে
আসিবে না ফিরে,
তবে তা'র কথা থাক্
যে গেছে সে চলে' যাক্
বিস্মৃতির তীরে।
জানি না কিসের তরে
যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,
ভালো মন্দ শেষ করি
যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।

দিয়ে যায় যত যাহা
রাখ তাহা ফেল তাহা
  যা ইচ্ছা তোমার।
সে ত নহে বেচাকেনা
ফিরিবে না ফেরাবে না
  জন্ম-উপহার।

কেন এই আনাগোনা,
কেন মিছে দেখাশোনা
  দুদিনের তরে;
কেন বুকভরা আশা,
কেন এত ভালবাসা
  অন্তরে অন্তরে;
আয়ু যার এতটুক্,
এত দুঃখ এত সুখ
  কেন তা'র মাঝে;
অকস্মাৎ এ সংসারে
কে বাঁধিয়া দিল তা'রে
  শত লক্ষ কাজে?

হেথায় সে অসম্পূর্ণ,
সহস্র আঘাতে চূর্ণ
  বিদীর্ণ বিকৃত,

মৃত্যুর পরে

কোথাও কি একবার
সম্পূর্ণতা আছে তা'র
  জীবিত কি মৃত ;
জীবনে যা প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থহীন
  ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তা'রে গাঁথিয়াছে আজি
  অর্থপূর্ণ করি ;

হেথা যারে মনে হয়
শুধু বিফলতাময়
  অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে
অপূর্ব্ব নূতনরূপে
  হয় সে সফল ;
চিরকাল এই সব
রহস্য আছে নীরব
  রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে
সে হয় ত আপনাতে
  পেয়েছে উত্তর।

সে হয় ত দেখিয়াছে
পড়ে' যাহা ছিল পাছে
আজি তাহা আগে ;
ছোট যাহা চিরদিন
ছিল অন্ধকারে লীন,
বড় হ'য়ে জাগে ;
যেথায় ঘৃণার সাথে
মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালী
নূতন নিয়মে সেথা
জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়াছে জ্বালি'।

কত শিক্ষা পৃথিবীর
খসে' পড়ে জীর্ণচীর,
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয়
নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতা-হুতাশনে ;
সকল অভ্যাস-ছাড়া
সর্ব্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম

নগ্নমূর্ত্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম' !

আপন মনের মত
সঙ্কীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ।
ভুলে যাও কিছুক্ষণ
প্রত্যহের আয়োজন,
সংসারের কাজ।
আজি ক্ষণেকের তরে
বসি' বাতায়নপরে
বাহিরেতে চাহ।
অসীম আকাশ হ'তে
বহিয়া আসুক্ স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ।

উঠিছে ঝিল্লির গান,
তরুর মর্ম্মর তান,
নদীকলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা
যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।

উঠিতেছে চরাচরে
অনাদি অনন্তস্বরে
সঙ্গীত-উদার
সে নিত্য-গানের সনে
মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে
দেখ তা'রে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে'
দেখ তা'রে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে
ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তা'রে,
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ
ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।

আজ বাদে কাল যারে
ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন

তা'রে ল'য়ে আজি কেন
বিচার বিরোধ হেন,
এত আলাপন ?
যে বিশ্ব কোলের পরে
চির দিবসের তরে
তুলে নিল তা'রে
তা'র মুখে শব্দ নাহি,
প্রশান্ত সে আছে চাহি'
ঢাকি' আপনারে।

বৃথা তা'রে প্রশ্ন করি,
বৃথা তা'র পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে ;—
খুঁজে ফিরি' অশ্রুজলে—
কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে ;
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে
ফিরে নিতে চাহি মিছে ;—
সে কি আমাদের ?
পলেক বিচ্ছেদে হায়
তখনি ত বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।

চক্ষের আড়ালে তাই
কত ভয় সংখ্যা নাই ;
সহস্র ভাবনা।
মুহূর্ত্ত মিলন হ'লে
টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে বসে' ধরি মুঠি,
শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি,
চাহি চারিভিতে,
অনন্তের ধনটিরে
আপনার বুক চিরে
চাহি লুকাইতে।

হায়রে নির্ব্বোধ নর,
কোথা তোর আছে ঘর,
কোথা তোর স্থান।
শুধু তোর ওইটুকু
অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্দ্ধে ওই দেখ চেয়ে
সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ,

সে যখন একধারে
লুকায়ে রাখিবে তা'রে
পাবি কি উদ্দেশ ?

ওই হের সীমাহারা
গগনেতে গ্রহতারা
অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত
হয় ত সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর দূরান্তরে
অজ্ঞাত ভুবন পরে
কভু কোনো খানে
আর কি গো দেখা হবে,
আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক্,
ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক,
সর্ব্ব মরীচিকা !
নিবে যাক্ চিরদিন
পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্ত্য জন্মশিখা।

সব তর্ক হোক্ শেষ
সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বল শান্তি বল শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই।

অন্তর্যামী

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি' অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতেছিলাম বসি' একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;

তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়ামূরতি কি কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি',
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি'
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে' যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,

অন্তর্যামী

আমারে শুধায় বৃথা বারবার,—
দেখে' তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি'।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।

কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।
কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল,
কভু সঙ্কট-ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম,—
খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ,
আশে পাশে হ'তে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম।
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে।
কোথা হ'তে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হ'তে বায়ু বহে আনন্দ
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে।
ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন?
অর্থ কি তা'র, কোথা এ ভ্রমণ?

অন্তর্যামী

চুপ করে' থাকি শুধায় যখন
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।

রাখ কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে' দাও মোরে অয়ি।
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার ?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে।
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর।

হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর ?
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে ?
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে ?
অর্দ্ধ নিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে ?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে ?
জীবন-পোড়ানো এ হোম অনল
সে দিন কি হবে সহসা সফল ?

সেই শিখা হ'তে রূপ নির্ম্মল
বাহিরি' আসিবে বুঝি।
সব জটিলতা হইবে সরল
তোমারে পাইব খুঁজি।

ছাড়ি' কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি ?
চির দিবসের মর্ম্মের ব্যথা,
শত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি ?
ললাট আমার চুম্বন করি'
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি',
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি'
জানি না চিনিব কি না।

শূন্য গগন নীল নির্ম্মল,
নাহি রবিশশী গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাহি কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা,
অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণ-বসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।
হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি,
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত-বৃষ্টি
বরষি' করুণাভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহুবন্ধনে করেছে বন্ধ,
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু বাষ্প থরে।
নাহিক অর্থ, নাহিক তত্ত্ব,
নাহিক মিথ্যা, নাহিক সত্য,

অন্তর্যামী

আপনার মাঝে আপনি মত্ত,—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি ?
আমি হ'তে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি'।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক্ ! দেবি অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখনো হৃদয়ে, কখনো বাহিরে
কখনো আলোকে, কখনো তিমিরে,
কভু বা স্বপনে, কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।

বক্ষ-বীণায় বেদনার তার
এইমত পুনঃ বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীতঝঙ্কার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম্ম-পাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু-নিঝর,
জানি না খুঁজিয়া কি মহাসাগর
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবস রজনী
অশ্রু-নদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে।
যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মত ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হ'তে পথে, ঘর হ'তে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।
এবারের মত পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;

অন্তর্যামী

সে সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি’

ভাদ্র, ১৩০১।

সাধনা

দেবি ! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি' ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি।
মনে যাহা ছিল হ'য়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বারবার,
ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি'।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবি পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি।

দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি'।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি' সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।

স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা।
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
দেখিয়া তোমার গুণিজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি'
সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

দেবি! এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল ;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যত দিন থাকে ততদিন থাক্
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।

বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ
বিবিধ সাজে।
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি'—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।
ওগো বিফল বাসনারাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি',
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি',
নিত্য নবীন র'বে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি',
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০১।

ব্রাহ্মণ

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়।)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি' আহরণ
বনান্তর হ'তে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি'
তপোবন-গোষ্ঠ গৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি' লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি' কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হ'য়ে,—মহর্ষি গৌতম

কহিলেন—বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান।

হেনকালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি', পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি' ফলফুলদলে
ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—
ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর !

শুনি' স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তা'রে স্নেহশান্ত ভাষে—
কুশল হউক্ সৌম্য ! গোত্র কি তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—

বালক কহিলা ধীরে,-
ভগবন্ গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য কর অনুমতি !—
এত কহি' ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি' সত্যকাম, ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হ'য়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে

সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা’;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি’ জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি’; হেরি তা’রে বক্ষে টানি’
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
কহগো জননী মোর পিতার কি নাম,
কি বংশে জনম? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে;—গুরু কহিলেন মোরে,—
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—মাতঃ, কি গোত্র আমার?

শুনি’ কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী,—যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি’ পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত!

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,

ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্ত জটা,—
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি' বৃদ্ধ বটচ্ছায়
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলীগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেন কালে সত্যকাম
কাছে আসি' ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশিষ করি শুধাইলা তবে,—
কি গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়-দরশন ?—
তুলি' শির কহিলা বালক,—ভগবন্
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে ;—কহিলেন তিনি,—সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—

মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি অহঙ্কার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি',—বালকেরে করি' আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

৭ই ফাল্গুন, ১৩০১।

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন,
নির্ব্বোধ অতি ঘোর।
যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন
কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত,
শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন
তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন ডাকি প্রাণপণ
চীৎকার করি, "কেষ্টা"
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া,
খুঁজে ফিরি সারা দেশ্‌টা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে,
বাকি কোথা নাহি জানে।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে
তিনখানা করে' আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে
নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে
পাজি হতভাগা গাধা,

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে
দেখে' জ্বলে' যায় পিত্ত।
তবু মায়া তা'র ত্যাগ করা ভার
বড় পুরাতন ভৃত্য!

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি
বলে, "আর পারি না কো!
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার
কেষ্টারে ল'য়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন
অশন আসন যত
কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো
যেতেছে জলের মত।
গেলে সে বাজার, সারাদিন আর
দেখা পাওয়া তা'র ভার।
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি
ভৃত্য মেলে না আর?"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে,
আনি তা'র টিকি ধরে,'—
বলি তা'রে "পাজি, বেরো তুই আজই,
দূর করে' দিনু তোরে

ধীরে চলে’ যায়, ভাবি, গেল দায় ;—
　　পরদিন উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
　　বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ,
　　অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তা’রে,
　　মোর পুরাতন ভৃত্য।

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা
　　করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন
　　বারেক আসিব ফিরি’।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—
　　বুঝায়ে বলিনু তা’রে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—
　　নহিলে খরচ বাড়ে।
ল’য়ে রশারশি করি’ কশাকশি
　　পোঁটলা পুঁটলি বাঁধি’
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে
　　গৃহিণী কহিল কাঁদি’,—

"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে
কষ্ট অনেক পাবে" !
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম !
নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায় ;—হেরিলাম হায়
নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত
তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্দ্ধা তাহার হেনমতে আর
কত বা সহিব নিত্য।
যত তা'রে দুষি' তবু হ'নু খুসি
হেরি পুরাতন ভৃত্য।

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে
পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা
করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয় সাতে মিলি এক সাথে
পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হ'ল আশা
আরামে দিবস যাবে।

পুরাতন ভৃত্য

কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা,
কোথা বনমালী হরি।
কোথা, হা হন্ত, চির বসন্ত !
আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত
বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে
ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—
"কেষ্ট আয়রে কাছে ;
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে
প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি তা'র মুখ ভরে' ওঠে বুক,
সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধরে' দাঁড়ায়ে শিয়রে
মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল,
শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাহি ঘুম,
মুখে নাই তা'র ভাত।

বলে বারবার, "কর্ত্তা, তোমার
কোনো ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে
দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম,
তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কাল-ব্যাধিভার
আপনার দেহপরে।
হ'য়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন
বন্ধ হইল নাড়ি।
এতবার তা'রে গেনু ছাড়াবারে,
এতদিনে গেল ছাড়ি'!
বহুদিন পরে আপনার ঘরে
ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই
মোর পুরাতন ভৃত্য।

১২ ফাল্গুন, ১৩০১।

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সব গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, “বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।”
কহিলাম আমি “তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়-জোর মরিবার মত ঠাঁই।”
শুনি’ রাজা কহে “বাপু, জানত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।”—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, “করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে, এমনি লক্ষ্মীছাড়া ?”
আঁখি করি’ লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, “আচ্ছা সে দেখা যাবে।”

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি’ দিল বিশ্ব-নিখিল দু-বিঘার পরিবর্ত্তে।

সন্ন্যাসিবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো।

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ;
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌, চোখে আসে জল ভরে'।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথ-তলা করি' বামে
রাখি' হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি' পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্‌ ধিক্‌ ওরে, শতধিক্‌ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি?

সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা।
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস-বেশ
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ।
আমি তোর লাগি' ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি' ওরে রাক্ষসী হাসিয়া কাটাস্ দিন ?
ধনীর আদরে গরব না ধরে, এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোনো চিহ্ন !
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি ;
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী হ'লে দাসী।

বিদীর্ণ হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি ;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ এ কি ?
বসি' তা'র তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি' তাড়াতাড়ি ছুটি' আম কুড়াবার ধূম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন ?
সহসা বাতাস ফেলি' গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।

ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা !
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হ'তে এল মালী।
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম স্বরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমিত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তা'র করি অধিকার, এত তারি কলরব !"
চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে' কাঁধে তুলি' লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি' বিবরণ ক্রোধে তিনি কন্ "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তা'র শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভীখ্ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি, মহারাজ, সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোর বটে !

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২

শীতে ও বসন্তে

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে' হাওয়া আসে,
হিহি করে' কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবিলাম মনে,
এবার মাতিব রণে,
বৃথা কাজে অকারণে
কেটে গেছে দিনরাত্র।
লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে
করিব না অনাসৃষ্টি ;
লেখা হবে সারবান,
অতিশয় ধার্‌-বান,
খাড়া র'ব দ্বারবান
দশদিকে রাখি' দৃষ্টি।
এত বলি' গৃহকোণে
বসিলাম দৃঢ় মনে
লেখকের যোগাসনে,
পাশে ল'য়ে মসীপাত্র।

নিশিদিন রুধি' দ্বার,
স্বদেশের শুধি ধার,
নাহি হাঁফ ছাড়িবার
অবসর তিলমাত্র।
রাশি রাশি লিখে লিখে
একেবারে দিকে দিকে
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে
করিলাম লেখাবৃষ্টি।
ঘরেতে জ্বলে না চূলো,
শরীরে উঠিছে ধূলো,
আঙুলের ডগাগুলো
হ'য়ে গেল কালীকৃষ্টি

খুঁটিয়া তারিখ মাস
করিলাম রাশ রাশ,
গাঁথিলাম ইতিহাস,
রচিলাম পুরাতত্ত্ব।
গালি দিয়া মহারাগে
দেখালেম দাগে দাগে
যে যাহা বলেছে আগে
কিছু তা'র নহে সত্য।

পুরাণে বিজ্ঞানে গোটা
করিয়াছি সিদ্ধি-ঘোঁটা,
যাহা-কিছু ছিল মোটা
হ'য়ে গেছে অতি সূক্ষ্ম।
করেছি সমালোচনা,
আছে তাহে গুণপণা,
কেহ তাহা বুঝিল না,
মনে র'য়ে গেল দুঃখ।
মেঘদূত—লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে "আহা,"—
আমি দেখায়েছি, তাহা
দর্শনের নব সূত্র।
নৈষধের কবিতাটি
ডারুয়িন-তত্ত্ব খাঁটি,
মোর আগে এ কথাটি
বল কে বলেছে কুত্র?
কাব্য কহিবার ভাণে
নীতি বলি কানে কানে
সে কথা কেহ না জানে,
না বুঝে হতেছে ইষ্ট।
নভেল লেখার ছলে
শিখায়েছি স্থকৌশলে

শাদাটিরে শাদা বলে,
কালো যাহা তাই কৃষ্ণ

কত মাস এই মত
একে একে হ'ল গত
আমি দেশহিতে রত
সব দ্বার করি' বন্ধ।
হাসি গীত গল্পগুলি
ধূলিতে হইল ধূলি,
বেঁধে দিয়ে চোখে ঠুলি
কল্পনারে করি অন্ধ।
নাহি জানি চারি পাশে
কি ঘটিছে কোন্ মাসে,
কোন্ ঋতু কবে আসে,
কোন্ রাতে উঠে চন্দ্র।
আমি জানি, রুশিয়ান্
কতদূরে আগুয়ান
বজেটের খতিয়ান্
কোথা তা'র আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন
পাশ্ হ'ল কি আইন্,

শীতে ও বসন্তে

কুইনের বেহাইন্
বিধবা হইল কল্য ;
জানি সব আটঘাট ;—
গেজেটে করেছি পাঠ
আমাদের ছোটলাট
কোথা হ'তে কোথা চল্ল।

একদিন বসে' বসে'
লিখিয়া যেতেছি কসে'
এদেশেতে কার দোষে
ক্রমে কমে' আসে শস্য ;
কেনই বা অপঘাতে
মরে লোক দিবারাতে,
কেন ব্রাহ্মণের পাতে
নাহি পড়ে চর্ব্ব্য চোষ্য।
হেনকালে দুদ্দাড়্
খুলে গেল সব দ্বার,
চারিদিকে তোলপাড়
বেধে গেছে মহাকাণ্ড।
নদীজলে, বনে, গাছে
কেহ গাহে কেহ নাচে,

উলটিয়া পড়িয়াছে
দেবতার সুধাভাণ্ড।
উতলা পাগল-বেশে
দক্ষিণে বাতাস এসে
কোথা হ'তে হা হা হেসে
প'ল যেন মদমত্ত।
লেখাপত্র কেড়েকুড়ে—
কোথা কি যে গেল উড়ে,—
ওই রে আকাশ জুড়ে
ছড়ায় "সমাজ-তত্ত্ব!"
"রুশিয়ার অভিপ্রায়"
ওই কোথা উড়ে যায়,
গেল বুঝি হায় হায়
"আমিরের ষড়যন্ত্র।"
"প্রাচীন ভারত" বুঝি
আর পাইব না খুঁজি',
কোথা গিয়ে হ'ল পুঁজি
"জাপানের রাজতন্ত্র।"

গেল গেল, ও কি কর,
আরে আরে ধর ধর!—

হাসে বন মর্-মর,
হাসে বায়ু কলহাস্যে !
উঠে হাসি নদীজলে
ছলছল কলকলে,
ভাসায়ে লইয়া চলে
"মনুর নূতন ভাষ্যে।"
বাদ প্রতিবাদ যত
শুক্‌নো পাতার মত
কোথা হ'ল অপগত,—
কেহ তাহে নহে ক্ষুণ্ণ।
ফুলগুলি অনায়াসে
মুচকি মুচকি হাসে,
সুগভীর পরিহাসে
হাসিতেছে নীল শূন্য।
দেখিতে দেখিতে মোর
লাগিল নেশার ঘোর,
কোথা হ'তে মন-চোর
পশিল আমার বক্ষে ;
যেমনি সমুখে চাওয়া
অমনি সে ভূতে-পাওয়া
লাগিল হাসির হাওয়া
আর বুঝি নাহি রক্ষে।

প্রথমে প্রাণের কূলে
শিহরি শিহরি দুলে,
ক্রমে সে মরমমূলে
লহরী উঠিল চিত্তে।
তা'র পরে মহা হাসি
উছসিল রাশি রাশি,
হৃদয় বাহিরে আসি'
মাতিল জগৎ-নৃত্যে

এস এস বঁধু এস,
আধেক আঁচরে বস',
অবাক্ অধরে হাস
ভুলাও সকল তত্ত্ব।
তুমি শুধু চাহ ফিরে,—
ডুবে যাক্ ধীরে ধীরে
সুধাসাগরের নীরে
যত মিছা যত সত্য।
আনগো যৌবনগীতি,
দূরে চলে' যাক্ নীতি,
আন পরাণের প্রীতি,
থাক্ প্রবীণের ভাষ্য।

এসহে আপনাহারা,
প্রভাত সন্ধ্যার তারা,
বিষাদের আঁখিধারা
প্রমোদের মধুহাস্য।
আন বাসনার ব্যথা,
অকারণ চঞ্চলতা,
আন কানে-কানে কথা
চোখে চোখে লাজ-দৃষ্টি।
অসম্ভব, আশাতীত,
অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত
যত কিছু অনাসৃষ্টি।
হৃদয়-নিকুঞ্জমাঝ
এস আজি ঋতুরাজ,
ভেঙে দাও সব কাজ
প্রেমের মোহন মন্ত্রে।
হিতাহিত হোক্ দূর,—
গাব গীত সুমধুর,
ধর তুমি ধর সুর
সুধাময় বীণাযন্ত্রে।

১৮ই আষাঢ়, ১৩০২।

নগর-সঙ্গীত

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্ম্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল বসনপ্রান্ত
  সুন্দর শুভ ধরণী।
আকাশ আলোক-পুলকপুঞ্জ,
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ,
  কোথা নিয়ে এল তরণী।
ওইরে নগরী, জনতারণ্য,
শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য
কতই বিপণি, কতই পণ্য
  কত কোলাহল-কাকলি।
কত না অর্থ, কত অনর্থ
আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত্ত
  উঠিছে শূন্য আকুলি'।
সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন,
পশ্চাতে কিছু রাখে না চিহ্ন,

পলকে মিশিছে, পলকে ভিন্ন,
ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য,
চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষমাত্র,
চাহেনাক পিছু প্রবাসযাত্র,
বিরামবিহীন দিবসরাত্র
চলিছে আঁধারে আলোকে।
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ বালকে।
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড
আকাশে আলোড়ি' শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড
ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ
প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
জীবন আহুতি ঢালিয়া।

চারিদিকে ঘিরি' যতেক ভক্ত
—স্বর্ণবরণ-মরণাসক্ত—
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত,
সকল শক্তি সাধনা।
জ্বলি' উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে,
ধূমায়ে শূন্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে ;
লুপ্ত করিছে সূর্য্য চন্দ্রে
বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।
বায়ু দলবল হইয়া ক্ষিপ্ত
ঘিরি' ঘিরি' সেই অনল দীপ্ত
কাঁদিয়া ফিরিছে অপরিতৃপ্ত,
ফুঁসিয়া উষ্ণ শ্বসনে।
যেন প্রসারিয়া কাতর পক্ষ
কেঁদে উড়ে আসে লক্ষ লক্ষ
পক্ষীজননী, করিয়া লক্ষ্য
খাণ্ডব-হুত-অশনে।
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র,
মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র
খুলেছে জীবন-যজ্ঞ রুদ্র
আবাল-বৃদ্ধ রমণী।
হেরি এ বিপুল দহন-রঙ্গ
আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ,

ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ
কাটিবারে চাহে ধমনী।
হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য
উছসি' উছলি' পড়িছে সদ্য,
আমি তাহা পান করিব অদ্য,
বিস্মৃত হব আপনা।
অয়ি মানবের পাষাণী-ধাত্রী,
আমি হব তব মেলার যাত্রী,
সুপ্তিবিহীন মত্তরাত্রি
জাগরণে করি' যাপনা।
ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ,
বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট,
কখনো ইষ্ট, কভু অনিষ্ট,
কখনো তিক্ত, কখনো মিষ্ট,
যখন যা' দেয় তুলিয়া।

সুখের দুখের চক্রমধ্যে
কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে,
নাগর-দোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি' লব বিজয়বাদ্য,
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে।
আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হ'তে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী
আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি,
কোনো ভেদ নাহি উভয়ে
ধনসম্পদ করিব নস্য,
লুণ্ঠন করি' আনিব শস্য,
অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব
ছুটাব বিশ্বে অভয়ে।
নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা,
নিত্যনূতন কর্ম্মনিষ্ঠা,

জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ,
নাহি তা'র আদি, নাহিক অন্ত,
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত
সিন্ধু শৈল সরিতে।
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষ্যি'
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী
আলেয়া-হাস্যে ধাঁধিয়া ;
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
আনিব তোমারে বাঁধিয়া।
মানবজন্ম নহে ত নিত্য
ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তা'রা কারো অধীন ভৃত্য,
কাল-নদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি',—কেবলমাত্র
দু চারি দিবস, দু চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাত মদিরা।

পূর্ণিমা

পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা,
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে' হয় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহারে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব-কলায়;—শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ
কার্‌ কোন্‌ শ্রেণী। পড়ি' পড়ি' বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হ'ল মন,
মনে হ'ল সব মিথ্যা, কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের;—অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি' শুধু করিছে রচন
শব্দমরীচিকা-জাল, আকাশের পরে
অকর্ম্ম আলস্যাবেশে দুলিবার তরে
দীর্ঘ রাত্রি দিন।

অবশেষে শ্রান্তি মানি',
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি' গ্রন্থখানি

পূর্ণিমা

ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি ;
চমকি' আসন ছাড়ি' নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হ'তে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি'
ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের। এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বাসে
মুহূর্ত্তে ডুবালে ? কখন্ দুয়ারে এসে
মুখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররাণী,
সুদূর নক্ষত্র হ'তে সাথে করে' আনি'
বিশ্বভরা নীরবতা। আমি গৃহকোণে
তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,
তোমারি সন্ধানে। উদ্ভ্রান্ত এ ভকতেরে
এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে।
কি জানি কেমন করে' লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে

হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হ'তে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে'
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী।

১৬ই অগ্রহায়ণ, পূর্ণিমা ১৩০২

আবেদন

ভৃত্য। জয় হোক্ মহারাণী ! রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে কর দয়া।

রাণী। সভা ভঙ্গ করি'
সকলেই গেল চলি' যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্যমাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান ল'য়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্ব্বে বাজায়ে। সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর ? কি প্রার্থনা ?

ভৃত্য। মোর স্থান
সর্ব্বশেষে, আমি তব সর্ব্বাধম দাস
মহোত্তমে ! একে একে পরিতৃপ্ত আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জ্জন সভায় ;
একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে বসে' ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব্ব অবশেষটুকু !

রাণী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কি তোরে মিলিবে ?

ভৃত্য। হাসি মুখ
দেখে চলে' যাব। আছে দেবী, আরো আছে ;—
নানা কর্ম্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে,—এক কর্ম্ম কেহ চাহে নাই—
ভৃত্য পরে দয়া করে' দেহ মোরে তাই,—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রাণী। মালাকর ?

ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে ; এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব,—যত উচ্চ কাজ
সব ফিরে লও দেবী। তব দূত করি
মোরে আর পাঠায়ো না, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে ল'য়ে ; জয়ধ্বজা তব
দিগ্দিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব
দিগ্বিজয়ে পাঠায়ো না মোরে। পরপারে
তব রাজ্য কর্ম্ম যশ ধন জন ভারে
অসীমবিস্তৃত,—কত নগর নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণীতে কত পণ্য ;—ওই দেখ দূরে
মন্দিরশিখরে আর কত হর্ম্ম্যচূড়ে
দিগন্তেরে করিছে দংশন ; কলোচ্ছ্বাস

শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্যনীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব, জাগে নিত্য
কতই প্রহরী। এ পারে নির্জ্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্দ্ধে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ-সৌধ,—অনিন্দ্য নির্ম্মল
চন্দ্রকান্ত মণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা; স্ফটিক প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোল ক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘ দিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি' দিবে বেদনা-বিহ্বল
করুণা-কাতর; অদূরে অলিন্দপরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্ব্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী,—রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি' কোলাহল
বাঁকায়ে ধবলগ্রীবা; পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে; অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রাণী। ওরে তুই কর্ম্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কি কাজে লাগিবি ?

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যূষে অরুণোদয়ে—শ্লথ অঙ্গ হ'তে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জ্জন—সে বন-বীথিকা
রাখিব নবীন করি' ; পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ ঊষায়
বিকশি' উঠিবে তব পরশ-তৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি,—আমি নিজ করে
রচি' সে বিচিত্র মালা সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণ পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি' অবনত মুখে,—
যেথায় নিভৃত কক্ষে, ঘন কেশপাশ,
তিমির নির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গ-কুটিল, এলাইয়া পৃষ্ঠ পরে
কনক মুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্ম করে

বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসী কূলে
বসিবে যখন, সপ্তপর্ণ তরুমূলে
মালতী দোলায়—পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন ;—
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা-বিভোল
মৃদু মন্দ সমীরের মত। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি'—সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি'।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রঙাইব, রাণী,
বসন বাসন্তী রঙে ; পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি' কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রাণী। কি লইবে পুরস্কার ?

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি' কমলের পাতে

আনিব যখন,—পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি' মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি' পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু—চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার।

রাণী। ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি,—বহু যন্ত্রী
কর্ম্মযন্ত্রে রত,—তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন।
রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে র'বে তোর ঘর—
তুই মোর মালঞ্চের হ'বি মালাকর।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

উর্ব্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরি রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি ;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
ঊষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি' অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশি !
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা ল'য়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপদীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে ?
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্বশোভনা উর্ব্বশি !
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিত্তে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি !

ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা !
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে !

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি !
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার ।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনি !

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী-
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশি !
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হ'তে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?

প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারি বিন্দুপাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
র'বে তরঙ্গিতে।

ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে' আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রু-রাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হ'য়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্ব্বাপিত জ্যোতির্ম্ময় টীকা
মলিন ললাটে ;—পুণ্যবল হ'ল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হ'তে বিদায়ের দিন
হে দেব হে দেবীগণ ! বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মত
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে ; লক্ষ লক্ষ বর্ষ তা'র
চক্ষের পলক নহে ;—অশ্বত্থ শাখার
প্রান্ত হ'তে খসি' গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তা'র, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শতশত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত

মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হ'তে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যছপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হ'ত মর্ত্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ;—নন্দনকানন
মর্ম্মরিয়া উঠিত নিশ্বসি,' মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী,
কলকণ্ঠে সন্ধ্যা আসি' দিবা অবসানে
নির্জ্জন প্রান্তর পারে দিগন্তের পানে
চলে' যেত উদাসিনী ; নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য সঙ্গীত
নক্ষত্রসভায় ! মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হ'ত। হেলি' উর্ব্বশীর স্তনে
স্বর্গবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্চ্ছনা ! দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি' একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি ! ধরা হ'তে

মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি' আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস—খসি' ঝরি'
পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরী !

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তা'র চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তা'রে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপীতাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি !
হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়

কভু না হউক্ ম্লান—লইনু বিদায়।
তুমি কারে কর না প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক! ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তা'র
রাখিবে সঞ্চয় করি' সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হ'লে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তা'র পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দূরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে! দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ

স্বর্গ হইতে বিদায়

দূরস্বপ্নসম—যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের ;—মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্ত্যভূমি! আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পূরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনাপ্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি! তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্রহিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্যনদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা,—বিন্দু অশ্রুজলে

যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হ'তে ঝরি পড়ি' তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে; তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিতসম,—
তা'র পরদিন হ'তে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি র'বে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্দ্ধে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তা'রে কখন্ হারাই।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২

দিনশেষে

দিন শেষ হ'য়ে এল, আঁধারিল ধরণী ;
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি'
ভরা ঘট ছলছলি'
নতমুখে গেল চলি' তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে,—
শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকণে।
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা,
ছেয়ে গেছে ঝরে'-পড়া বকুলে
সারি সারি নিকেতন,
বেড়া দেওয়া উপবন,
দেখে' পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

রাজার প্রাসাদ হ'তে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবীগীতি আকাশে।
ধরণী সমুখপানে
চলে' গেছে কোন্‌খানে,
পরাণ কেন কে জানে উদাসে।
ভালো নাহি লাগে আর
আসাযাওয়া বারবার
বহু দূর দুরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।

যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি,—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি' নত আঁখে
ভরা ঘট ল'য়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২

সান্ত্বনা

কোথা হ'তে তুই চক্ষে ভরে' নিয়ে এলে জল

হে প্রিয় আমার।

হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান

কোন্ সান্ত্বনার ?

হেথায় প্রান্তরপারে

নগরীর এক ধারে

সায়াহ্নের অন্ধকারে

জ্বালি' দীপখানি

শূন্য গৃহে অন্য মনে

একাকিনী বাতায়নে

বসে' আছি পুষ্পাসনে

বাসরের রাণী ;—

কোথা বক্ষে বিঁধি' কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে

হে আমার পাখী !

ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,

কোথা তোরে রাখি ?

সান্ত্বনা

চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়াছে টানি'
মায়ামন্ত্র ঘের ;
দুয়ার রেখেছি রুধি', চেয়ে দেখ কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ,
নিখিলের সব শেষ,
মিলনের রসাবেশ
অনন্ত ভবন ;
শুধু এই এক ঘরে
দুখানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে
নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে' রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে।

একখানি বীণা আছে, কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব কোরে,
একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।

এক শয্যা রাজধানী,
আধেক আঁচলখানি
বক্ষ হ'তে ল'য়ে টানি'
পাতিব শয়ন,
একটি চুম্বন গড়ি'
দোঁহে লব ভাগ করি'
এ রাজত্বে, মরি মরি,
এত আয়োজন!
একটি গোলাপফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,
তব ঘ্রাণশেষে
আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি' তাহা
পরি' লব কেশে।

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গলপ্রদীপ ধরে'
লইব বরণ করে',
পুষ্প-সিংহাসন পরে
বসাব তোমায়,

তাই গাঁথিয়াছি হার,
আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার
কনক-বীণায় ;
আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতূহলে—
আজি কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন্,
নয়নের জলে ?

রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা ! কহিয়ো না কোনো কথা,
কিছু শুধাব না !
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হ'তে
নীরব বেদনা ।
প্রদীপ নিবায়ে দিব,
বক্ষে মাথা তুলি' নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব
সজল কপোল,—
বেণীমুক্ত কেশজাল
স্পর্শিবে তাপিত ভাল
কোমল বক্ষের তাল
মৃদুমন্দ দোল !

নিশ্বাসবীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন—
অর্দ্ধরাতে শান্তবায়ে নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

শেষ উপহার

যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে'
ডালাখানি ভরে,'—
কাল কি আনিয়া দিব যুগল চরণে
তাই ভাবি মনে।
বসন্তে সকল ফুল নিঃশেষে ফুটায়ে দিয়ে
তরু তা'র পরে
একদিনে দীনহীন, শূন্যে দেবতার পানে
চাহে রিক্ত করে।
আজি দিন শেষ হ'লে যদি মোর গান
হয় অবসান,
কাল প্রাতে এ গানের স্মৃতিসুখলেশ
র'বে না কি শেষ?
শূন্য থালে মৌনকণ্ঠে নতমুখে আসি যদি
তোমার সম্মুখে,
তখন কি অগৌরবে চাহিবে না একবার
ভকতের মুখে?

দিই নি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
পাদপদ্মে আনি'?

দিইনি কি কোনো ফুল অমর করিয়া
অশ্রুতে ভরিয়া ?
এত গান গাহিয়াছি, তা'র মাঝে নাহি কি গো
হেন কোনো গান
আমি চলে' গেলে তবু বহিবে যে চিরদিন
অনন্ত পরাণ ?

সেই কথা মনে করে' দিবে না কি, নব
বরমাল্য তব,
ফেলিবে না আঁখি হ'তে একবিন্দু জল
করুণা কোমল,
আমার বসন্তশেষে রিক্তপুষ্প দীনবেশে
নীরবে যে দিন
ছলছল আঁখিজলে দাঁড়াইব সভাতলে
উপহারহীন ?

১লা পৌষ, ১৩০২।

বিজয়িনী

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি ! সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে ; কপোতদম্পতী
বসি' শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত,—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে,—আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি' কটিদেশ

মৌন অপমানে ;—নূপুর রয়েছে পড়ি' ;
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনক দর্পণখানি চাহে শূন্যপানে
কার মুখ স্মরি' ! স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেত করবীর মালা,—ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মত।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গনরাশি ! সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী,—কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে বক্ষে ল'য়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ,—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তা'র
রাখি' স্কন্ধপরে, কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপবাণী—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে ; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া ! তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল—বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল ;—তৃণাঞ্চিত তীরে
জল কলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে ল'য়ে টানি'

ধূসর ডানার মাঝে ; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি' সত্বর চঞ্চল
ত্যজি' কোন্ দূর নদী-সৈকত-বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ বহে'
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে !

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী মালা কুঞ্চিত কুন্তলে,
গৌর কণ্ঠতটে,—সহাস্য কটাক্ষ করি'
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তা'র নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি' ল'য়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর

ফুলে ফুলে ; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ ; বসন্তপরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী ;
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি' গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি' তা'র চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তা'র,—সেবকের মত
সিক্ত তনু মুছি' নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে

চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।

সম্মুখেতে আসি'
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা ! মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে ! পরক্ষণে ভূমিপরে
জানু পাতি' বসি', নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

১লা মাঘ, ১৩০১।

গৃহ-শত্রু

আমি একাকিনী যবে চলি রাজপথে
নব-অভিসার সাজে,
নিশীথে নীরব নিখিল ভুবন,
না গাহে বিহগ, না চলে পবন,
মৌন সকল পৌর ভবন
সুপ্ত নগর মাঝে,
শুধু আমার নূপুর আমারি চরণে
বিমরি বিমরি বাজে ;
অধীর মুখর শুনিয়া সে স্বর
পদে পদে মরি লাজে।

আমি চরণ-শব্দ শুনিব বলিয়া
বসি বাতায়ন কাছে,—
অনিমেষ তারা নিবিড় নিশায়,
লহরীর লেশ নাহি যমুনায়,
জনহীন পথ আঁধারে মিশায়,
পাতাটি কাঁপে না গাছে ;

শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয়
উলসি বিলসি নাচে,
উতলা পাগল করে কলরোল
বাঁধন টুটিলে বাঁচে।

আমি কুসুমশয়নে মিলাই সরমে,—
মধুর মিলনরাতি ;
স্তব্ধ যামিনী ঢাকে চারিধার,
নির্ব্বাণ দীপ, রুদ্ধ দুয়ার,
শ্রাবণ গগন করে হাহাকার
তিমির শয়ন পাতি' ;
শুধু আমার মাণিক আমারি বক্ষে
জ্বালায়ে রেখেছে বাতি
কোথায় লুকাই, কেমনে নিবাই
নিলাজ ভূষণভাতি।

আমি আমার গোপন মরমের কথা
রেখেছি মরমতলে।
মলয় কহিছে আপন কাহিনী,
কোকিল গাহিছে আপন রাগিণী,
নদী বহি' চলে কাঁদি' একাকিনী
আপনার কলকলে।

শুধু আমার কোলের আমারি বীণাটি
গীতঝঙ্কারছলে
যে কথা যখন করিব গোপন
সে কথা তখনি বলে।

১৫ই মাঘ, ১৩০২।

মরীচিকা

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে
ওগো দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ, তৃষার্ত্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে! আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে।
আমি চিরদিন থাকি এ মরু-শয়ানে
সঙ্গীহারা। এ ত নহে পিপাসার জল,
এ ত নহে নিকুঞ্জের ছায়া,—পক্ক ফল
মধুরসে ভরা,—এ ত নহে উৎসধারে
সিঞ্চিত সরস স্নিগ্ধ নবীন শাদ্বল
নয়ননন্দন শ্যাম। পল্লবমাঝারে
কোথায় বিহঙ্গ, কোথা মধুকরদল।
শুধু জেনো, একখানি বহ্নিসম শিখা
তপ্ত বাসনার তুলি আমার সম্বল,—
অনন্ত পিপাসাপটে এ কেবল লিখা
চিরতৃষার্ত্তের স্বপ্ন মায়া-মরীচিকা।

১৬ই মাঘ, ১৩০২।

উৎসব

মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয়
কত পত্রপুষ্পময়।
যেন মধুপের মেলা
গুঞ্জরিছে সারাবেলা,
হেলাভরে করে খেলা
অলস মলয়।
ছায়া আলো অশ্রু হাসি
নৃত্য গীত বীণা বাঁশি
যেন মোর অঙ্গে আসি'
বসন্ত উদয়
কত পত্র পুষ্পময়
তাই মনে হয় আমি আজি পরম সুন্দর,
আমি অমৃত-নির্ঝর।
সুখসিক্ত নেত্র মম
শিশিরিত পুষ্পসম,
ওষ্ঠে হাসি নিরুপম
মাধুরী-মন্থর।

মোর পুলকিত হিয়া
সর্ব্বদেহে বিলসিয়া
বক্ষে উঠে বিকশিয়া
পরম সুন্দর,
নব অমৃতনির্ঝর।
ওগো যে-তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন,
তুমি কি বসেছ আজি
নব বরবেশে সাজি'
কুন্তলে কুসুমরাজি
অঙ্কে ল'য়ে বীণ?
ভরিয়া আরতি-থালা
জ্বালায়েছ দীপমালা
সাজায়েছ পুষ্পডালা
নূতন নবীন,
আজি বসন্তের দিন।

ওগো তুমি কি উতলাসম বেড়াইছ ফিরে
মোর হৃদয়ের তীরে?
তোমারি কি চারিপাশ
কাঁপে শত অভিলাষ,

তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে ?
নব গান তব মুখে
ধ্বনিছে আমার বুকে,
উচ্ছ্বসিয়া সুখে দুখে
হৃদয়ের তীরে
তুমি বেড়াইছ ফিরে।
আজি তুমি কি দেখিছ এই শোভা রাশি রাশি
ওগো মনোবনবাসী !
আমার নিশ্বাসবায়
লাগিছে কি তব গায় ?
বাসনার পুষ্প পা'য়
পড়িছে কি আসি' ?
উঠিছে কি কলতান
মর্ম্মর গুঞ্জরগান,
তুমি কি করিছ পান
মোর সুধারাশি
ওগো মনোবনবাসী !

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে,
শুধু আছে তাহা প্রাণে।

শুধু এ বক্ষের কাছে
কি জানি কাহারা নাচে,
সর্ব্বদেহ মাতিয়াছে
শব্দহীন গানে !
যৌবন-লাবণ্যধারা
অঙ্গে অঙ্গে পথহারা,
এ আনন্দ তুমি ছাড়া
কেহ নাহি জানে,—
তুমি আছ মোর প্রাণে।

২২শে মাঘ, ১৩০২

প্রস্তর মূর্ত্তি

হে নির্ব্বাক্ অচঞ্চল পাষাণ-সুন্দরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি কত বর্ষ ধরি'
অনম্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্য্যধ্যানে দিবসযামিনী
তপস্যা-মগনা। সংসারের কোলাহল
তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল,—
জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ অস্তঅভ্যুদয়
তরঙ্গিত চারিদিকে চরাচরময়,
তুমি উদাসিনী! মহাকাল পদতলে
মুগ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধমুখে রাত্রিদিন বলে
"কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে,
কথা কও, মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে!"
তুমি চির বাক্যহীনা, তব মহাবাণী
পাষাণে আবদ্ধ, ওগো সুন্দরী পাষাণী!

২৪শে মাঘ, ১৩০২।

নারীর দান

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
অন্ধ বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল
পুষ্পমালিকা।
কণ্ঠে পরি' অশ্রুজল
ভরিল নয়নে ;
বক্ষে ল'য়ে চুমিনু তা'র
স্নিগ্ধ বয়নে।
কহিনু তা'রে "অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে রমণী
কি ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি !
পুষ্পসম অন্ধ তুমি
অন্ধ বালিকা,
দেখনি নিজে মোহন কি যে
তোমার মালিকা।"

২৫শে মাঘ, ১৩০২।

জীবন-দেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি' অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি' বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসরশয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব।

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে !
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,

আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম
তোমার বিজন বাসে ?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে ?
মানস-কুসুম তুলি' অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে ?
কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে' পড়ে' গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি'।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি ?

তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি।

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর ?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর ?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

২৯শে মাঘ, ১৩০২।

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি   মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি   চেয়ে মোর আঁখিপরে
ধীরে   পাত্র লয়েছ করে,
হেসে   করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে,
কালি   মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
মধুর আবেশভরে।
তব   অবগুণ্ঠনখানি
আমি   খুলে ফেলেছিনু টানি',
আমি   কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি।
ভাবে   নিমীলিত তব যুগল নয়ন
মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি   শিথিল করিয়া পাশ
খুলে   দিয়েছিনু কেশরাশ,

তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি',
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
নবীন মিলনসুখে।

আজি নির্ম্মলবায় শান্ত ঊষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নানঅবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে ল'য়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে ঊষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠেছে বাজি'।
এই নির্ম্মলবায় শান্ত ঊষায়
জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবি, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি' শঙ্খ বলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।

এ কি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি'
প্রভাতে দিতেছ দেখা
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি'
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে ;
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মলবায় শান্ত ঊষায়
নির্জ্জন নদীতীরে।

১লা ফাল্গুন, ১৩০২।

১৪০০ শাল

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে!
তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি' কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
এক দিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হ'তে ভাসি'
নিখিলের মর্ম্মে আসি' লাগে,—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর—

উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে
তোমাদের শত বর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—
কত কথা, পুষ্পপ্রায় বিকশি' তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শত বর্ষ আগে।
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
এখন্ করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে ?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে !
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক্ ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্ম্মরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

২রা ফাল্গুন, ১৩০২।

নীরব তন্ত্রী

"তোমার বীণায় সব তার বাজে,
ওহে বীণ্-কার,
তারি মাঝে কেন নীরব কেবল
একখানি তার ?"

ভব-নদীতীরে হৃদি-মন্দিরে
দেবতা বিরাজে,
পূজা সমাপিয়া এসেছি ফিরিয়া
আপনার কাজে।
বিদায়ের ক্ষণে শুধাল পূজারী,
"দেবীরে কি দিলে ?
তব জনমের শ্রেষ্ঠ কি ধন
ছিল এ নিখিলে ?"—
কহিলাম আমি—"সঁপিয়া এসেছি
পূজা-উপহার
আমার বীণায় ছিল যে একটি
সুবর্ণ তার ;
যে তারে আমার হৃদয়বনের
যত মধুকর

ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধ্বনিয়া তুলিত
গুঞ্জনস্বর,—
যে তারে আমার কোকিল গাহিত
বসন্তগান—
সেইখানি আমি দেবতাচরণে
করিয়াছি দান।
তাই এ বীণায় বাজে না কেবল
একখানি তার,—
আছে তাহা শুধু মৌন মহৎ
পূজা-উপহার।”

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩০২।

দুরাকাঙ্ক্ষা

কেন নিবে গেল বাতি ?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তা'রে
জাগিয়া বাসররাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

কেন ঝরে' গেল ফুল ?
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তা'রে
চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে' গেল ফুল।

কেন মরে' গেল নদী ?
আমি বাঁধ বাঁধি' তা'রে চাহি ধরিবারে
পাইবারে নিরবধি—
তাই মরে' গেল নদী।

কেন ছিঁড়ে গেল তার ?
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝঙ্কার—
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩০২

প্রৌঢ়

যৌবন নদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
একদিন ছুটেছিনু ; বসন্তপবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া ;—তীর-উপবন
ছেয়েছিল ফুল্লফুলে—তরুশাখাপরে
গেয়েছিল পিককুল,—আমি ভালো করে'
দেখি নাই শুনি নাই কিছু,—অনুক্ষণ
দুলেছিনু আলোড়িত তরঙ্গশিখরে
মত্ত সন্তরণে। আজি দিবাঅবসানে
সমাপ্ত করিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটীরে,—
বিচিত্র কল্লোলগীত পশিতেছে কানে,—
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্নসমীরে ;
বিস্মিত নয়ন মেলি' হেরি শূন্যপানে
গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে !

৭ই ফাল্গুন, ১৩০২।

ধূলি

অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে ;—সহি' সর্ব্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিক বসনে
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি' উদাসীনা
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।
নিজেরে গোপন করি', অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য্য বিকশি' তোল বিশ্বের নয়নে ;—
বিস্তারিছ কোমলতা, হে শুষ্ক কঠিনা,
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধান্যে ধনে।
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্ব-চরণ-বিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চল-বসনে।
নূতনেরে নির্ব্বিচারে কোলে লহ তুলি',
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩০২

সিন্ধু পারে

পউষ প্রখর শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লি-মুখর রাতি ;
নিদ্রিত পুরী, নির্জ্জন ঘর, নির্ব্বাণ-শিখ বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে,—
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম,—
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্ম্মে বাজিল স্বর,—
ঘর্ম্ম বহিল ললাট বাহিয়া রোমাঞ্চ কলেবর।
ফেলি' আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরল-বসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।
দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি',
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখী
দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা,—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।

আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরণ, যেন দেহ তা'র গঠিত শ্মশান-ধূমে।
নড়িল না কিছু আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি শিহরি সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা ;
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ, শিহরে নগ্ন শাখা।
নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি' দিল ইঙ্গিত করি',—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতনসম চড়িনু অশ্ব পরি।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া,—বারেক চাহিনু পিছে,
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান, মনে হ'ল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তা'রে ধরিল চেপে।
পথের দুধারে রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধ সারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখ-শয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জ্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে,
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে,—
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদ শিখরে প্রহর ঘণ্টা বাজে।
অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই,
অপরূপ এক স্বপ্ন সমান, অর্থ কিছুই নাই।

কি যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগাগোড়া,—
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা,
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলি বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা মত মনে হয় থেকে থেকে,—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হ'ল মেঘ, মনে হ'ল পাখী, মনে হ'ল কিশলয়,
ভালো করে' যেই দেখিবারে যাই মনে হ'ল কিছু নয়।
দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুর মূল ?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল ?
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে,—
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে ওঠে বুকে।
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে ;
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে ঘোড়া চলে' যায় ছুটে'।

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্ব্বদিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি',—
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি'।
সাগরে না শুনি জলকলরব না গাহে উষার পাখী,
বহিল না মৃদু প্রভাতপবন বনের গন্ধ মাখি'।

অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে,
আঁধার-ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।
ভিতরে খোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ পরে,
কনক শিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির কায়ে পাষাণ মূর্ত্তি চিত্রিত আছে কত,
অপরূপ পাখী, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানা মত।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা,—
তারি তলে মণি-পালঙ্ক পরে অমল শয়ন পাতা।
তারি দুই ধারে ধূপাধার হ'তে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।
নাহি কোনো লোক, নাহিক প্রহরী, নাহি হেরি দাসদাসী
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হ'য়ে উঠে রাশিরাশি।
নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যাপরে,
অঙ্গুলি তুলি' ইঙ্গিত করি' পাশে বসাইল মোরে।
হিম হ'য়ে এল সর্ব্ব শরীর শিহরি উঠিল প্রাণ ;—
শোণিত-প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।
সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণা বেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্পরেণু।
দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল দীপের আলোকরাশি,—
ঘোমটা ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে,—
শুনিয়া চমকি' ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলাম যোড়করে,—

"আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে,
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে।"
অমনি রমণী কনকদণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশিরাশি ধূপ-ধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্য দূর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তা'র বাঁধি দুই সার কিরাত নারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি'
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল।"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্র-চালিতমত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুলদল সাথে বরষি' লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে,—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল—শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোরে করে, তা'র তপ্ত কোমল কর।
চলি' গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র ;—পশ্চাতে বাঁধি' সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।

শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে ল'য়ে দীপখানি,—
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার, কারো মুখে নাহি বাণী।
কত না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার।
কি দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব হ'য়ে যায় মনোভুল,
নানা বরণের আলোক সেথায়, নানা বরণের ফুল।
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত।
মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্ন-রচিত মত।
পাদপীঠপরে চরণ প্রসারি' শয়নে বসিলা বধূ—
আমি কহিলাম—"সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু।"

চারিদিক হ'তে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুক হাসি।
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশিরাশি।
সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া,—অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে—
"এখানেও তুমি জীবনদেবতা!" কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি,—
চিরদিন মোরে হাসালে কাঁদালে, চিরদিন দিলে ফাঁকি!
খেলা করিয়াছ নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিলে পুন সেই পরিচিত মুখে!

অমল কোমল চরণ-কমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে' ;—
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

২০শে ফাল্গুন, ১৩০২।